রাঁচি, রবিবার
14:05:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>211 >>30 Boisakh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২১১ >> << ৩০শে, বৈশাখ ১৪৩০>>

অভিবাসন প্রত্যাশীদের দ্রুত বহিষ্কারে ব্যবহৃত জরুরি স্বাস্থ্য বিধি সমাপ্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার

ক্যালিফোর্নিয়া ঃ যুক্তরাষ্ট্রের সরকার টাইটেল ফোর্টিটু শিরোনামে স্বাস্থ্য বিষয়ক আদেশের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে। যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো সীমান্তে কোভিড১৯ মহামারীর সময়, অভিবাসন প্রত্যাশীদের মেক্সিকো বা তাদের নিজদেশে দ্রত ফেরত পাঠানোর জন্য এই আদেশ ব্যবহার করা হতো।বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে এ আদেশের মেয়াদ শেষ হয়। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি আলেজান্দ্রো মায়রেকাস বলেন, বাইডেন প্রশাসন কঠোর আশ্রয়নীতি চালু করেছে যা সীমান্তে অবস্থানরত বেশিরভাগ অভিবাসন প্রত্যাশীকে বহিষ্কারের দিকে নিয়ে যাবে। কিছু সীমান্ত বিশ্লেষক বলেছেন, সীমান্তে প্রায় দেড় লাখ মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করছে। সীমান্তবর্তী এলকায় বসবাসরত সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য অভিবাসীদের আগমন বৃদ্ধি নতুন কোনো বিষয় নয়। ট্রেভিনো বলেছেন, এটি কয়েক দশক ধরে চলমান বাস্তবতা। সীমান্ত নিরাপদ নয় এমন কথারও বিরোধিতা করেন তিনি। ইউএস কোডের টাইটেলআট বিধানের অধীনে অভিবাসন প্রত্যাশীদের আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ বিষয়ে সীমান্ত টহল কর্মকর্তাদের জন্য তাদের দায়িত্ব স্পষ্ট। যারা বর্তমান নির্দেশিকা অনুযায়ী যোগ্যতা অর্জন করে তাদের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ করা এবং যারা করবেনা, তাদেরকে দ্রুত ফিরিয়ে দেয়া।

বাজার দর
SENSEX : 62027.90 +123.38
NIFTY : 18314.80 +17.80

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
38.00 °c	22.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 18.22 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 05.07 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

কর্নাটকে কংগ্রেসের জয়ের পর রাহুল গান্ধীর বক্তব্য,ঘৃণার দোকান বন্ধ করে প্রেমের দোকান খুলেছে

নয়া দিল্লি ঃ শনিবার ১৩ মে সকালে পোস্টাল ব্যালট গণনায় যখন কংগ্রেসের এগিয়ে থাকার বার্তা পাওয়া গিয়েছিল, তখনই রাহুল গান্ধীর ছবি দিয়ে ট্যুইট করে দেয় কংগ্রেস । তাতে লেখা ছিল, আমি অজেয়, আমি আত্মবিশ্বাসী। আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না। দুপুর আড়াইটে নাগাদ কর্নাটকে কংগ্রেসের বিপুল জয়ের ছবি স্পষ্ট হতে চব্বিশ নম্বর আকবর রোডের উঠোনে চলে আসেন রাহুল। পরনে সাদা হাফ স্লিভ পোলো টি শার্ট। মুখে এক গাল কাঁচা পাকা দাঁড়ি। কর্নাটকের জয় নিয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় রাহুল বলেন, বিজেপি পুঁজিপতিদের সঙ্গে নিয়ে লড়েছিল। আমরা গরিব মানুষকে সঙ্গে নিয়ে লড়েছি। কর্নাটকের জয়ে একটা ব্যাপার স্পষ্ট। তা হল মানুষ ঘৃণার রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কর্নাটকে ঘৃণার বাজার বন্ধ হয়ে গেছে, প্রেম ভালবাসার দোকান খুলেছে। অভিজ্ঞ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অভিমত, শিবকুমার, সিদ্ধারামাইয়া বিজেপির বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়াইয়ের যে মেজাজ গত পাঁচ বছর ধরে দেখিয়েছেন, তার বিকল্প নেই। কিন্তু তা যেমন ঠিক, তেমনই এও ঠিক যে পিছনে থেকে রাহুল তথা গান্ধী পরিবার এই লড়াইয়ে সমস্ত শক্তি ঢেলে দিয়েছিল। রাহুল গান্ধী তাঁর ভারতজোড়ো যাত্রার সময়ে দীর্ঘ দিন কাটিয়েছেন কর্নাটকে। সেখানকার কর্মীদের উজ্জীবিত করেছেন। ফলে কর্নাটকের জয়ে কিছু সাফল্য তাঁরও রয়েছে। এবার কর্নাটক কংগ্রেসকে যে জয়ের পথে ফিরিয়েছে, কংগ্রেসকে যে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে, তা সামনে রেখে কংগ্রেসকে অন্য রাজ্যেও প্রাসঙ্গিক করার বড় চ্যালেঞ্জ এখন রাহুলের সামনে। রাহুল এদিন আরও বলেন, কর্নাটকের মানুষের সামনে দু'টো অপশন ছিল। এক, একদিকে ছিল ধান্দার ধনতন্ত্র (ক্রোনি ক্যাপিটালিজম) আর অন্যদিকে ছিল মানুষের রুটিরুজির নিশ্চিয়তা করার বিষয়। মানুষ নিজের অধিকারের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। এটা মানুষের সম্মিলিত শক্তির জয়। কংগ্রেস নেতার কথায়, দু'জনের ক্ষমতাকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই দু'জন বলতে রাহুল মোদীশাহ নাকি মোদীআদানি বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। তবে যেভাবে এদিন রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের রেশ ধরে অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করছেন তিনি ফের আদানি ইস্যু উস্কে দিতে চেয়েছেন।

'কংগ্রেসমুক্ত ভারত নয়, বিজেপিমুক্ত দক্ষিণ ভারত'

নয়া দিল্লি ঃ দক্ষিণ ভারতে একমাত্র বিজেপি দুর্গের পতন হলো। কংগ্রেসের দাবি, রাহুল গান্ধীর জন্যই এই জয় সম্ভব হলো।

২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে জেতার পর নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, তার লক্ষ্য কংগ্রেসমুক্ত ভারত। কর্ণাটক নির্বাচনে জিতে প্রায় সেই সুরেই কংগ্রেস নেতারা বলেছেন, দক্ষিণ ভারত বিজেপিমুক্ত হয়ে গেল। ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল বলেছেন, দক্ষিণ ভারতে রআর কোনো রাজেয় বিজেপি ক্ষমতায় নেই।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী জয়ের পর জানিয়েছেন, কংগ্রেসকে থামানো যাবে না। আর কর্ণাটকের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া আরেক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, ২০১৪ সালে রাহুল গান্ধীই প্রধানমন্ত্রী হবেন। বস্তুত, কর্ণাটক নির্বাচনে জয়ের পরেই কংগ্রেস নেতারা তার কৃতিত্ব রাহুল গান্ধীকে দিয়েছেন।

কর্ণাটক কংগ্রেসের সভাপতি শিবকুমার থেকে শুরু করে রাজ্য কংগ্রেস মুখপাত্ররা বলেছেন, রাহুল যে ভারতজোড়ো যাত্রা করেছিলেন, তার ফলে এই জয় সম্ভব হয়েছে। ঘটনা হলো, রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রা যে ৫১টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল, তার মধ্যে ৩৬টিতে কংগ্রেস জিতেছে।

জয়রাম রমেশ, পবন খেরারাও বলেছেন, ভারত জোড়ো যাত্রার সময় ২২ দিন কর্ণাটকে ছিলেন রাহুল। সমাজের বিভিন্ন বর্গের মানুষ তার এই যাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন। তখনই মানুষ কংগ্রেসের কাছে এসেছেন। কংগ্রেস মুখপাত্র শামা মোহামেদ বলেছেন, এই জয় রাহুল গান্ধীর জন্য সম্ভব হয়েছে। একইসঙ্গে তার দাবি, নরেন্দ্র মোদীকে হারের দায় নিতে হবে।

আর রাহুল বলেছেন, কর্ণাটকে ঘৃণার বাজার বন্ধ হয়ে গেল, ভালোবাসার দোকান খুললো।

কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে জোট?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলেশ যাদব, কে চন্দ্রশেখর রাওরা কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বিরোধী জোট করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। সিদ্ধারামাইয়া বলেছেন, কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কোনো জোট হবে না। বিরোধী দলগুলিকে কংগ্রেসের কাছে আসতেই হবে।

কংগ্রেস নেতারা অভিযোগ করেছেন, বিজেপি আবার দল ভাঙাবার চেষ্টা করছে। সেজন্য তারা ইতিমধ্যেই একটি পাঁচতারা হোটেলে ৫০টি ঘর বুক করে নিয়েছেন। রোববার বিধায়কদের সেখানে আসতে বলা হয়েছে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিনের সঙ্গেও কথা হয়ে গেছে। প্রয়োজনে বিধায়কদের তামিলনাড়ুতে নিয়ে যাওয়া হতে পারে। কর্ণাটকে কংগ্রেস জেতার পর প্রধান প্রশ্ন হলো, মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন? সিদ্ধারামাইয়া আগে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তার ছেলে বলেছেন, সিদ্ধারামাইয়ারই মুখ্যমন্ত্রী হওয়া উচিত। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শিবকুমার আবার রাহুলের পছন্দের নেতা। তিনিই দলকে সংহত করেছেন, শক্তিশালী করেছেন। তিনি খুবই ভালো সংগঠক। এক লাখেরও বেশি ব্যবধানে তিনি জিতেছেন। তিনিও মুখ্যমন্ত্রী পদে অন্যতম দাবিদার।

উত্তরপ্রদেশে মেয়র নির্বাচনে ১৭টির মধ্যে সবকটিই জিতেছে বিজেপি। টাউন পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিজেপি ২০৪, সমাজবাদী ১৭১, বিএসপি ৫১ ও কংগ্রেস ৪৪টিতে জিতেছে। চেয়ারম্যান মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের নির্বাচনে কংগ্রেস সাতটিতে জিতেছে। বিজেপি ৯৮, সমাজবাদী ৫৯, বিএসপি ১৯টিতে জিতেছে।

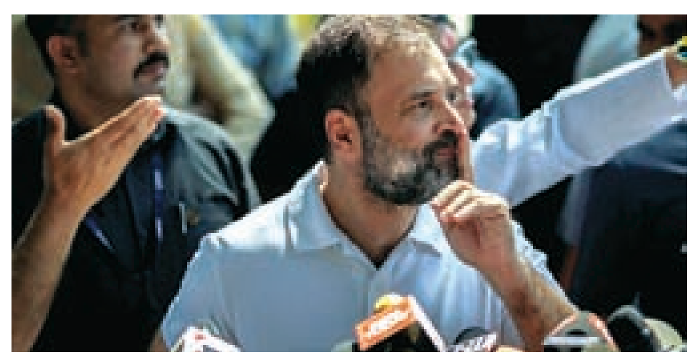

এক লাখের বেশি শিশুকে অনাহারে মৃত্যুর ঝুঁকিতে ফেলেছে হাইতি সংঘাত, বলেছে জাতিসংঘ

পোর্টঅপ্রিন্স ঃ হাইতিতে ১ লাখ ১৫ হাজার ৬শর বেশি শিশু এই বছর অপুষ্টির কারণে মারাত্মক ক্ষতির শিকার হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।জাতিসংঘের শিশু সংস্থা ইউনিসেফ বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছে।ইউনিসেফ বলেছে, সশস্ত্র সহিংসতা বৃদ্ধির ফলে ব্যাপকভাবে খাদ্য সংকট সৃষ্টি হওয়ায় এবং কলেরা প্রাদুর্ভাবের কারণে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ইউনিসেফ গত বছর এমন পরিস্থিতির শিকার হিসেবে ৮৭ হাজার ৫০০ শিশুকে নিবন্ধিত করে। গত বছরের তুলনায় এবারের সংখ্যা ৩০ শতাংশ বেশি। ইউনিসেফ তহবিলের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছিলো, এমন পরিস্থিতি এক লাখের বেশি শিশুর জীবনকে তাৎক্ষনিক মৃত্যুর ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। ব্যাপকভাবে অস্ত্রসজ্জিত অপরাধ চক্রগুলো এই ক্যারিবীয় দ্বীপরাষ্ট্রের বিশাল অংশ নিয়ন্ত্রণ করে।আর বেশিরভাগ সহিংস ঘটনা ঘটে রাজধানী পোর্টঅপ্রিন্সকে কেন্দ্র করে। জাতিসংঘ অনুমান অনুসারে, শুধুমাত্র এপ্রিল মাসে এই শহরে ছয়শ'র বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনার সশস্ত্র অপরাধ চক্রগুলোর বিরুদ্ধে হাইতির লড়াইকে সমর্থন করতে, একটি আন্তর্জাতিক শক্তি গড়ে তোলার জন্য আবার আহ্বান জানানোর পর, ইউনিসেফ এই সমীক্ষা প্রকাশ করেছে। হেনরির নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গত অক্টোবরে একটি র‍্যাপিড স্ট্রাইক ফোর্স গঠনের জন্য অনুরোধ করেছিলো। যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক আইন প্রযগেকারী ব্যুরো সোমবার বলেছে, তারা হাইতির ন্যাশনাল পুলিশের কেনা সাঁজোয়া যানগুলো ইতোমধ্যেই সরবরাহ করেছে। আর, ব্যক্তিমালিকানাধীন কানাডীয় প্রতিষ্ঠান আইএনকেএসকে দেয়া একটি বিলম্বিত সংগ্রহআদেশের সাঁজোয়া যানগুলো এখন সরবরাহের অপেক্ষায় রয়েছে।

চন্ডীগড়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর মন কি বাত না শোনায় পড়ুয়াদের শাস্তি

নয়া দিল্লি ঃ গত ৩০ এপ্রিল ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' রেডিও অনুষ্ঠানের শততম পর্ব। সেই অনুষ্ঠান না শোনায় চণ্ডীগড়ের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন অফ নার্সিংয়ের ৩৬ জন পড়ুয়াকে শাস্তি দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ওই ছাত্রীদের এক সপ্তাহের জন্য হস্টেল থেকে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে। এটাই শাস্তি। লিখিতভাবে সে কথা জানিয়ে বলা হয়েছে শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে এই সিদ্ধান্ত। ওই পদক্ষেপ ঘিরে তুমুল বিতর্ক শুরু হলে কর্তৃপক্ষ কোনও জবাব দিতে রাজি হননি। কীভাবে এমন একটি সিদ্ধান্ত তারা চাপিয়ে দিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। চাপের মুখে কর্তাদের কেউ কেউ নাম পরিচয় গোপন রেখে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছেন, শৃঙ্খলা রক্ষায় এটা রুটিন শাস্তি। এর সঙ্গে মন কি বাত অনুষ্ঠানের আলাদা করে কোনও সম্পর্ক নেই। ক্লাস না করলেও এই একই শাস্তি দেওয়া হয়। ওই নার্সিং ইনস্টিটিউটটি চণ্ডীগড়ের ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের অধীনে পরিচালিত হয়। প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩০ এপ্রিল সেখানেও 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান শুনতে চিকিৎসক সহ সকলকে বেলা ১১'টায় অডিটোরিয়ামে হাজির হতে বলা হয়েছিল। নার্সিং ইনস্টিটিউটে আলাদা করে হস্টেল সুপার আবাসিক ছাত্রীদের বলেছিলেন 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান শোনা বাধ্যতামূলক। সবাইকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অডিটোরিয়ামে পৌঁছতে হবে। সেখানে মাথা গুনে দেখা যায় নার্সিং ছাত্রীদের প্রথম ও তৃতীয় বছরের ৩৬ জন হাজির হয়নি। তিনদিনের মাথায় তাদের শাস্তির কথা জানিয়ে দেওয়া হয়। কেন্দ্রের তথ্য ও সম্প্রচার এবং শিক্ষা মন্ত্রক চিঠি দিয়ে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জানিয়েছিল ৩০ এপ্রিল ক্যাম্পাসে 'মন কি বাত' এর শততম পর্ব শোনানোর ব্যবস্থা করতে। কিন্তু পড়ুয়া সহ সকলের শোনা বাধ্যতামূলক বলা হয়নি সরকারি নির্দেশনায়। তা সত্ত্বেও চণ্ডীগড়ের ওই প্রতিষ্ঠান কেন ছাত্রীদের শাস্তি দিল তা নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইছে। জানা গিয়েছে, অন্যান্য সপ্তাহের মতো ছাত্রীদের একাংশ শনিবার বিকালে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। তারা রবিবার বাড়িতে কাটিয়ে সোমবার ফিরে আসেন।

নির্বাচন থাইল্যান্ড সংসদের নিম্নকক্ষে আসন সংখ্যা ৫০০

রোববার থাইল্যান্ডে সংসদ নির্বাচন

থাইল্যান্ড ঃ থাইল্যান্ডে রোববার সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে বিজয়ী প্রার্থী ও সেনেট সদস্যরা নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করবেন। আগামী আগস্ট মাসে সেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

থাইল্যান্ড সংসদের নিম্নকক্ষে আসন সংখ্যা ৫০০। এর মধ্যে ৪০০টিতে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাকি ১০০ আসনে জয়ী দলগুলো তাদের প্রাপ্ত আসন অনুযায়ী আসন পেয়ে থাকে।

আর সেনেটের সদস্য সংখ্যা ২৫০। সামরিক বাহিনী তাদের নিয়োগ দিয়ে থাকে।

নিম্নকক্ষে যে দলগুলোর অন্তত ২৫ আসন থাকবে তারা একজনকে প্রধানমন্ত্রী পদে মনোনীত করতে পারবে।

আগস্টের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন হতে পারে। নিম্নকক্ষের ৫০০ ও সেনেটের ২৫০ মিলে সাড়ে সাতশো ভোটের মধ্যে যে প্রার্থী ৩৭৬ ভোট পাবেন তিনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবেন।

২০১৪ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা প্রায়ুত চানওচা বর্তমানে দেশটির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আছেন। ইউটিএন নামে একটি নতুন দল গঠন করেছেন তিনি। দলটি নির্বাচনে লড়ছে।

প্রায়ুত চানওচার একসময়কার বন্ধু ও সাবেক সেনা কর্মকর্তা প্রাউইত ওয়াংসুওয়ান সামরিক বাহিনী সমর্থিত পিপিআরপি দলের নেতা। প্রায়ুত ও প্রাউইত দুজনেরই প্রধানমন্ত্রী পদে লড়ার কথা।

এছাড়া ফিউ থাই পার্টি থেকে তিনজন প্রধানমন্ত্রী পদে লড়তে পারেন। এদের একজন পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা। তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রার মেয়ে।

মুভ ফরোয়ার্ড পার্টি এমপিএফএর পিতা লিমজারোনরাতও প্রধানমন্ত্রী পদে লড়বেন।

থাইল্যান্ডে সাধারণত জোট সরকার গঠিত হয়ে থাকে। গত জোট সরকারে এক ডজনের বেশি দল ছিল। ফলে রোববারের নির্বাচনের পর জোট সরকার গঠন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হতে পারে।

১৯৩২ সালের পর থেকে থাইল্যান্ডে ১২ বার সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে। ২০০৬ ও ২০১৪ সালের নির্বাচনে ফিউ থাই পার্টির জয়ের পর সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছিল। এবারও ফিউ থাই পার্টি জিতলে তেমনটা হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন চুলালংকর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আলেকজান্দ্রে বার্থেল। তবে সেটা নির্বাচনের ঠিক পরপর না হলেও এক, দুই বা তিন বছর পরও হতে পারে বলে মনে করছেন তিনি।

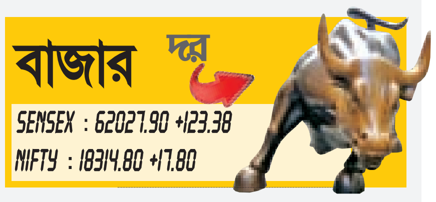

পঞ্চায়েত নির্বাচনে গোষ্ঠী কোন্দল ঠেকাতে দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে কড়া হুঁশিয়ারি উদয়ন গুহের

কোচবিহার ঃ চাঞ্চল্যকর মন্তব্য উদয়ন গুহের,গরিব মানুষের থেকে বেশি সুযোগসুবিধা নিয়েছে দলের কর্মীরা,পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্দল হয়ে দাঁড়ালে তার আগে পার্টির কাছে হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে।পঞ্চায়েত নির্বাচনে গোষ্ঠী কোন্দল ঠেকাতে দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। দলীয় কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিতে গিয়ে গরিব মানুষের থেকে দলের কর্মীরা যে বেশি সুযোগসুবিধা পেয়েছে তাও স্বীকার করে নিলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। দিনহাটার বামন হাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কালমাটি এলাকায় একটি কর্মীসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে উদয়ন গুহ বলেন, প্রার্থী ঠিক করবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠিক করা প্রার্থী কারো পছন্দ না হলে নির্দল হয়ে দাঁড়ানোর চিন্তাভাবনা করলে তার জন্য রাস্তা খোলা রয়েছে তিনি বেরিয়ে যেতে পারেন। পাঁচ বছর ধরে সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন। গরিব মানুষের থেকে বেশি সুযোগ সুবিধা নিয়েছেন। এবার টিকিট না পেয়ে যারা নির্দল হয়ে দাঁড়াবার কথা ভাবছেন তাদের দাঁড়ানোর অধিকার আছে। নির্দল হয়ে দাঁড়ানোর আগে ভাবতে হবে পাঁচ বছরে যে যা খেয়েছেন তার হিসেবটা আগে পার্টির কাছে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে।উদয়ন গুহের এই মন্তব্যের পর স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

বাংলাদেশের পাচারের আগে ট্রাক ও দুটি পিকআপ ভ্যান থেকে ৪৯টি মহিষ উদ্ধার, তিনটি গাড়ির চালক গ্রেফতার

শিলিগুড়ি। সোমবার গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মুরালিগঞ্জ চেকপোস্টে অভিযান চালায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর সেখানে একটি ট্রাক ও দুটি পিকআপ ভ্যান আটক করে এবং তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় মহিষ। এই ঘটনায় তিনটি গাড়ির চালককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম মনতোষ কুমার রায়,পাপ্পু এমডি,বিপ্লব সরকার। বিধাননগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ট্রাক থেকে ৩৩টি ও দুটি পিকআপ ভ্যান থেকে ১৬টি মোট ৪৯টি মহিষ উদ্ধার হয়েছে। এবং উদ্ধার হওয়া মহিষ উত্তর দিনাজপুর জেলা থেকে আসাম হয়ে বাংলাদেশের পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সোমবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

রান্না ঘরের গর্ত থেকে গোখরো সাপ সহ ১৮টি তাজা সাপের ডিম উদ্ধার

জলপাইগুড়ি ঃ রান্না ঘরে রান্না করছিলেন গৃহিণী। সেই সময় আচমকা নজরে আসে একটি গোখরো সাপ। চিৎকার করে পালিয়ে যান গৃহিণী। খবর দেওয়া হয় জলপাইগুড়ি ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের সদস্যদের। সোমবার এমনই ঘটনা ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের উত্তর মাধবডাঙ্গা এলাকার স্বপন সাহার বাড়িতে। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের সদস্য সাহেব দাস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সাপটিকে রান্না ঘরের গর্ত থেকে উদ্ধার করেন। এর পাশাপাশি গর্ত থেকে উদ্ধার হয় ১৮ টি তাজা ডিম এবং ৪টি নষ্ট ডিম। সাপটিকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে পরিবেশ প্রেমী সংগঠন সূত্রে খবর। এই বিষয়ে ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু কুমার রায় বলেন,উত্তর মাধবডাঙ্গা এলাকায় স্বপন সাহার বাড়িতে একটি গোখরো সাপ দেখতে পায়। আমাদের খবর দিলে সাপটি উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি ১৮ টি তাজা ও ৪টি নষ্ট ডিম উদ্ধার করা হয়। সেগুলিকে বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হবে। সাপটিকে নিরাপদ স্থানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মহানন্দা নদীর ধার থেকে এক অপরিচিত ৫০ উর্ধ্ব মহিলার অর্ধনগ্ন মৃতদেহ উদ্ধার

মালদা ঃ মালদা জেলার ইংরেজবাজার কোতোয়ালি অঞ্চল নিমাইসরাই এলাকায় মহানন্দা নদীর ধার থেকে এক অপরিচিত ৫০ উর্ধ্ব মহিলার অর্ধনগ্ন মৃতদেহ উদ্ধার।নিমাই সারা রেল ব্রিজের নিচে নদীর ধারে স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে বিষয়টি আসে এরপর ইংরেজবাজার থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এই মহিলার নাম পরিচয় জানা যায়নি।শুরু হয়েছে তদন্ত। ইতিমধ্যেই মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খুন নাকি আত্মহত্যা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

বিদেশের শিল্পীরা ভারতে এসে জলপাইগুড়ির প্রসংসায় পঞ্চমুখ । জলপাইগুড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে আর্ট মেগাজিনের উদ্বোধন করল উইংস আর্টিস্ট গ্রুপ

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ির শহরের বাবুপাড়া এলাকায় একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আর্ট মেগাজিনের উদ্বোধন হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী দের মধ্যে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ থেকে প্রফেসর খলিফা পলাশ।এরই পাশাপাশি রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলার শিল্পীরাও উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, এই মেগাজিনে পশ্চিমবঙ্গ তথা সমস্ত দেশ ও বিদেশের শিল্পীদের আঁকা ছবি রয়েছে। এই ম্যাগাজিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারত ছাড়াও বাংলাদেশ, মরিসাস, রোমানিয়া শিল্পীদের আঁকা ছবি ও তাদের জীবনী সম্পর্কে জানা যাবে এই ম্যাগাজিনে বলে উদ্যোক্তারা জানান।

তৃণমূল নেতৃত্ব সাধারণ ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর চিঠি সংগ্রহ করছেন

জলপাইগুড়ি ঃ বরাবর তৃণমূল সরকার কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হোক বা রাজ্যের অন্যান্য তৃনমূল নেতৃত্ব হোক বার বার কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে হয় সোচ্চার হতে দেখা গিয়েছে। অভিষেকের নবজোয়ার কর্মসূচিতে উত্তরবঙ্গে এসে প্রধানমন্ত্রীকে এক কোটি চিঠি পাঠানোর বার্তা দেন তিনি। আর সেই কথা মতো জলপাইগুড়ি তে কাজ শুরু করলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিন পাতকাটা কলোনী এলাকায় সেই ছবি ধরা পরল । জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনিতা রাউতের উপস্থিতিতে তৃণমূল নেতৃত্ব সাধারণ ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চিঠি সংগ্রহ করছেন।

তৃণমূল নেতৃত্বেরা অভিযোগ করেন , যে সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্প গুলো রয়েছে সেই সমস্ত প্রকল্পগুলির কোন টাকা কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারকে দিচ্ছে না। যেমন ১০০ দিনের কাজ , প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রকল্প। ফলে উন্নয়নের ধারা স্তব্ধ হয়ে পড়ে।এবং সারাধন মানুষেরা যারা বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে বিক্ষোভও দেখাতে থাকেন বকেয়া বিল না পেয়ে। ফলে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের সম্মুখে অনেকটাই অস্বস্তিতে তৃণমূল সরকার। ১০০ দিনের কাজের টাকা না পাওয়ার দরুন ক্যামেরার সামনে ক্ষোভ উপড়ে দেন গ্রামবাসীরা।

চুরি যাওয়া নগদ কুড়ি হাজার টাকা এবং একজোড়া সোনার কানের দুল উদ্ধার, যুবক গ্রেফতার

শিলিগুড়ি ঃ গত ৬ ই মে, নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত শান্তিপারা এলাকার এক বাড়ি থেকে চুরি যায় টাকা সহ একজোড়া সোনার কানের দুল। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়তেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। অবশেষে রবিবার রাতে জাহিদুল আলী নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার থেকে উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া নগদ কুড়ি হাজার টাকা এবং একজোড়া সোনার কানের দুল। ধৃত জাহিদুল আলীর বাড়ি ফুলবাড় ী এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শান্তি পাড়া এলাকায়।সোমবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসর পূর্বেই শিলিগুড়িতে অভিনব উদ্যোগ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের

শিলিগুড়ি। আগামীকাল রয়েছে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস। থ্যালাসেমিয়া মানেই সর্বপ্রথম উঠে আসে রক্তের বিষয়, কারণ থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিয়ত রক্তের প্রয়জন । .কিন্তু বহু সময় ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলোতে দেখা যায়। যার ফলে সমস্যায় পড়তে হয় থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের...অনেক বার সঠিক সময়ে রক্ত না পেয়ে বহু থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত মানুষকে মৃত্যু মুখেও যেতে হয়।..

এই সমস্ত কিছুকে মাথায় রেখে শিলিগুড়ির স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রিয়জন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের উদ্যোগে এদিন শিলিগুড়ির মহাকালপল্লিতে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়.। যেহুতু আজ রবিবার ছুটির দিন তাই রক্তদাতাদের বেশি উপস্থিতি পাওয়া যাবে বলে অগ্রিম থ্যালাসেমিয়া দিবস উপলক্ষ্যে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় বলে জানান সংগঠনের সেক্রেটারি অরিন্দম সান্যাল.। তিনি আরও জানান, যে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের যাতে শিলিগুড়িতে রক্তের অভাব না পরে সেই প্রয়াস করে চলে এই সংগঠন। প্রত্যেক বছর প্রায় ৫ থেকে ৬টা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন তারা।প্রতিবারই প্রায় ১০০ ইউনিট রক্ত তারা সংগ্রহ করেন।

স্বতন্ত্র ও অভিনবত্বে কবি জীবনানন্দ দাশ

ড.সূর্য শেখর পাঠক

সাহিত্য যে পরিবর্তনশীল তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাংলা কবিতা । বাংলা সাহিত্যের আদিকাল থেকে শুরু হওয়া এই কাব্য স্রোত বহুবার পথ পরিবর্তন করে নতুন পথের অনুসন্ধান করেছে । অবশ্য পুরাতনের খোলস ছেড়ে নতুনের আগমন সাহিত্যের সুস্বাস্থের লক্ষণ। এক সময় যে কবিতা দিয়ে বাংলা সাহিত্যের শুভ সূচনা হয়ছে সেই কাব্য লক্ষ্মী কাল প্রবাহে পুরুষ । বলাবাহুল্য তিনি বাংলা কাব্যের নবযুগের স্রষ্টা । কবিতার এই নব জাগরণের জোয়ারে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথই নন, আর একদল প্রতিভাবান কবি তাতে শরিক হয়ে কাব্য ভান্ডারকে সম্পদশালী করে তুলেছেন । রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও রবীন্দ্রত্তর কালে বাংলার কাব্যাকাশে এমন কয়েকজন কবি জ্যোতিষ্কের উদয় হয়েছিল যাঁরা কবিগুরুকে আপন হৃদয়ের পূজার বেদীতে স্থাপন করে স্বকীয়তার কিরণে কবিতার জগতকে উজ্জ্বলতর করতে পেরেছেন । একথা নির্দ্বিতায় স্বীকার করে নেওয়া যায় যে রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাবান আজও জন্ম নেননি, কিন্তু এমন কয়েকজন ব্যাক্তিত্ব কে অবশ্যই পাওয়া গেছে যাঁরা কবিতার সংসারে অভিনবত্বের সুরঝঙ্কারে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়ে অমর হতে পেরেছেন । জীবনানন্দ দাশ এমনই একজন কবি যিনি প্রাচীনত্ব - এর পথ থেকে সরে এসে কবিতার মধ্যে নতুনত্বের আমদানী করেছেন । রবীন্দ্র যুগের কবি হলেও তিনি সম্পূর্ণ রূপে রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত । ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী কাব্য চর্চার সুবাদে তিনি শেলি, কিটস প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ছেন বটে, কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে জীবনানন্দের নিজস্ব দৃষ্টি ভঙ্গী ও নিজস্ব সৃজনী শক্তির দিকটিই বড় হয়ে উঠেছে । জীবনানন্দ কখনই রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষতার দাবি জানাতে পারেন না একথা নিসৃন্দেহে বলা যেতে পারে । কিন্তু সে সময়ের বাংলাদেশের ঢাকা শহরের একটি ' রবীন্দ্র জয়ন্তী ' অনুষ্ঠানে এক তরুণ বৌদ্ধ জীবনানন্দ কে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন - ' রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন বাঁচিয়া আছেন , তথাপি আরও কয়েক বৎসর তাঁহাকে বাঁচিতে দেওয়ায় যে যুক্তি - সঙ্গত কারণ আছে তাহাই বলিব। তিনি এই সত্তর বৎসরে যাহা কিছু লিখিয়াছেন , তাহার অধিকাংশ খাঁটি নয় — অবাস্তব ভাব ও অসত্য ভাষা । অথচ আমাদের কালেই আরেক কবির উদয় হইয়াছে - খুব সত্যকার কবি — তাঁহার নাম জীবনানন্দ দাশগুপ্ত । (প্রথমদিকে কবির ' দাশগুপ্ত ' পদবীর ব্যাবহার দেখা যায় ।) ইহার কবিতার ভাবের নির্ভীক বাস্তবতা এবং ভাষার অকপট সত্য নিষ্ঠা আছে । তাঁহার ভাষা ভাবের সত্য নিষ্ঠার গুণে এমনই তীক্ষ্ণ ও কঠিন যে আমাদের মনকে নাড়া দেয়, খোঁচা দেয় — মুগ্ধ করিয়া ঠকায় না । সে শব্দ - বিন্যাস যেমন অভিনব , তেমনি অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে বিহ্বল করে ।' জীবনানন্দের কবিতা পাঠকের মনে যে সাড়া দিতে পেরেছে তার কারণ তাঁর কবিত্ব শক্তির বহুধা অভিনবত্ব । কবির দোষ ও গুন উভয় দিকেই নতুনের প্রকাশ ঘটেছে এইজন্য তাঁকে আলাদা করে চিনে নিতে মোটেও অসুবিধা হয় না । জীবনানন্দের প্রতিভা প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হবার সল্ তে পাকানো শুরু হয়েছে ' ঝরা পালক ' - এ । কিন্তু কবির প্রকৃত পরিচয় এখানে পাওয়া যায় না । এই কাব্যটি সনাতন রীতিতেই রচিত হয়েছে । তাঁর স্বতন্ত্র কাব্য দীপ্তির প্রকাশ ঘটেছে ' ধূসর পান্ডুলিপি ' - তে । কবি তীক্ষ্ণ , স্পষ্ট কথার মধ্যে যেতে চাননি । তিনি ছায়ার মধ্যে কায়ার অনুসন্ধান করেছেন । এটিই তাঁর কাব্য জগতের মূলমন্ত্র । নীরবতা ই কবির কাছে সরব , যা অস্তিত্বহীন তাই কবির কাছে আশ্চর্য জনক ভাবে হয় উঠেছে অস্তিত্বময় । অদ্ভুত এই কবি মানসিকতা এক নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে পাঠক কে । ' ধূসর পান্ডুলিপি ' র ধূসরতা কবির জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায় হলেও তিনি কিন্তু সবসময় জীবনের জড়তাকে মেনে চলেন নি । জীবনে যে প্রাণশক্তি রয়েছে তাকে তিনি অস্বীকার করেননি । রবীন্দ্রযুগের আর এক প্রতিভাবান কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র বাস্তব জগতের রুক্ষ ও কুৎসিত দিকটির প্রতি সজাগ ছিলেন । বাস্তব সংসারের কঠিন কঠোরতা তাঁকে আঘাত হেনেছে । কিন্তু জীবনানন্দ এই জগৎ সংসার কে দেখতে বা জানতে চাননি । তিনি এমন একটা নতুন জগতের অনুসন্ধান করেছেন যা কেবল স্বপ্নেই দেখা সম্ভব । ' ডাকিয়া কহিল মরে রাজার দুলাল , — ডালিম ফুলের মতো ঠোঁট যার , — রাঙা আপেলের মতো যার গাল, — চুল যার শাওনের মেঘ , — আর আঁখি গোধূলীর মতো গোলাপী রঙিন , আমি দেখিয়াছি তারে ঘুমপথে, — স্বপ্নে — কতদিন ! ' কবির বর্ণিতব্য বস্তু কখনই হাতের কাছে পাবার উপায় নেই, নেই চোখে দেখবার সম্ভাবনা । সমস্ত কিছুই যেন বহুদূরের এক অন্য গ্রহের জিনিষ। মানুষের নাগালের মধ্যে কোন দিনও আসবে না । ' সাগরের অই পারে — আরো দূর পারে কোন এক মেরুর পাহাড়ে এই সব পাখী ছিল ...... ।' যুদ্ধত্তর কালে একটা ভাঙ্গা গড়ার তাণ্ডব চলেছে সমগ্র বিশ্বজুড়ে । মানুষের বেঁচে থাকা টাই তখন একটা প্রধান প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। সেই বিচিত্র লীলা - ক্ষেত্র থেকে বঙ্গকবিকূল নিজেদের সরিয়ে রাখতে পারেননি । কিন্তু জীবনানন্দ কে সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না । তিনি বাস্তব সংসারের থেকে সব সময় দূরে সরে যেতে চেয়েছেন । মানুষের ভীড় তাঁর মোটেই পছন্দ নয়। অনেক মানুষের মধ্যে থেকেও তিনি একা - নিঃসঙ্গ । তাই বলা হয় জীবনানন্দ মানব - বিমুখ কবি , পৃথিবী - পলাতক কবি । তিনি নিজেকে স্বপ্নের হাতে নিশ্চিন্তে তুলে দিয়েছেন । তিনি নিজেও একথা স্বীকার করেছেন। ' সকল লোকের মাঝে বসে আমার নিজের মুদ্রাদোষে আমি একা হতেছি আলাদা ? ' অনেকেই মনে করেন বাস্তবের নিদারুণ কঠোরতার সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রাম করতে না পেরে কবির এই ভীরু পলায়নেচ্ছু মনোভাব । কিন্তু মনে হয় , আসলে তা নয় । কবি তাঁর জন্মলব্ধ স্বভাব অনুযায়ী রাজপুরীর সোপান ধরে কোন এক অন্ধকারময় গুহাকক্ষে হারিয়ে যেতে চেয়েছেন । যদিও জীবনানন্দ মানব - বিমুখ কবি, কিন্তু তিনি মানবী বিমুখ মোটেও নন । মেয়ে মানুষের সান্নিধ্য থেকে তিনি পালিয়ে বাঁচতে চাননি । তাঁর হাজার বছর পথ চলার ক্লান্তি দূর করেছে নারীর সংসর্গ । কিন্তু এ বিষয়ে কবির দৃষ্টি সম্পূর্ন স্বতন্ত্র । তিনি স্ত্রী জাতীকে নানান ভাবে দেখেছেন । ' ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে , অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি, মেয়ে মানুষেরে । ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে ,......।' হয়তো ' সন্তানের জন্মদিতে যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময় ' — কবি তাদের মতো হতে চাননি । কেননা , চারদেয়ালের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকার মানুষ তিনি নন । তাঁর বিচরণের গতি অবাধ । এমনকি সময়ের অনুশাসনও তাঁকে বাঁধতে পারেনি । ' হাজার বছর শুধু খেলা করে —' তাঁর কাছে । জীবনানন্দের নিজস্বতার আর এক স্বাক্ষর পাওয়া যায় তাঁর শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে । তিনি সংস্কৃত শব্দ যত টা সম্ভব পরিহার করে দেশজ শব্দ ব্যাবহার করেছেন । অবশ্য সে সময় অনেক কবিই সংস্কৃত শব্দ থেকে দূর সরে থাকতে চেয়েছেন । কিন্তু জীবনানন্দ যে সমস্ত শব্দ কবিতার মধ্যে ব্যবহার করেছেন তা ইতিপূর্বে কেউ কল্পনা করতে পারেননি । ফেঁড়ে, নকটান, শেমিজ , থুতনি , ঠান্ডা , শাদা , ডিম , মাইল প্রভৃতি শব্দ তিনিই প্রথম কবিতার মধ্যে নিয়ে এসে নতুনের আমদানী করেছেন । শব্দের মতো উপমার ক্ষেত্রেও তাঁর স্বকীয়তা অপরিসীম । যে সমস্ত উপমার কথা কখনো কল্পনা করা যায়নি সে রুপ উপমা তিনি ব্যবহার করেছেন । আপাদমস্তক রোমান্টিক কবি জীবনানন্দকে নিয়ে সাহিত্য মহলে আলোচনার পরিমাণ সল্প হলেও আধুনিক বাংলা কবিতা ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব অপরিসীম । তিনি যুগ স্রষ্টা নন , তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভার অধিকারী নন , কিন্তু তিনি যে নতুন জগতের নির্মাণ করেছেন সেখানে কেবলমাত্র জীবনানন্দের প্রতিভা - সূর্যই উদিত হয়েছে। এখানেই তিনি অনন্য — অসাধারণ ।

ময়নাগুড়ির শহীদ কিশোর সংঘের বিনামূল্য স্বাস্থ্য শিবির

জলপাইগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি ১৬ নম্বর ওয়ার্ড শহীদগড় কিশোর সংঘের ব্যবস্থাপনায় বিনামূল্য স্বাস্থ্য শিবির ক্যাম্প করা হয়েছে। এই স্বাস্থ্য শিবিরে শিলিগুড়ি মেডিকা নর্থ বেঙ্গল ক্লিনিক ডাক্তার রোগী দেখছে। এছাড়াও বিনামূল্যে সুগার টেস্ট ঔষধ রোগীদের দেওয়া হয়। ডাক্তার অদ্রিস নন্দী জেনারেল ফিজিশিয়ান, মার্কেটিং মেডিসিন নর্থ বেঙ্গল ক্লিনিকে অয়ন রায়, এবং স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজের পূজা কুমারী বিনামূল্য রোগী দেখছেন শহীদগড় কিশোর সংঘের। কিশোর সংঘের থেকে জানা যায় প্রায় শতাধিক রোগী ডাক্তারবাবু কে দেখান। ময়নাগুড়ি কিশোর সংঘের সদস্য পীযূষ ঝাঁ বলেন কিশোর সংঘের প্রত্যেক বছর কিছু না কিছু অনুষ্ঠান করে থাকে এবং সব সময় দুঃস্থ ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়ায়। ক্লাবের পক্ষ থেকে চারাগাছ বিতরণ করা হয়। এক কথায় বলা যায় কিশোর সংঘ সব সময় মানুষের পাশে দাঁড়ায়। কিশোর সংঘ কে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবর করার জন্য সাধুবাদ জানান এলাকার জনসাধারণ। অসহায় ব্যক্তিদের কথা ভেবে এই বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির করা হয় কিশোর সংঘের পক্ষ থেকে।

নতুন বাবামার কাছে পৌঁছালো কলি

কোচবিহার ঃ নতুন বাবামার কাছে পৌঁছালো কলি।জন্মের পর অজানা কারণে মাবাবার চোখের কাটা হয়ে উঠেছিল সদ্যোজাত কলি। তাই হয়তো জন্মদাতা মাবাবা তাকে হাসপাতালের বাইরে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কলিকে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয়েছিল তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে। হাসপাতালে চিকিৎসার পর কলি সুস্থ হয়ে ওঠে। তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসারত চিকিৎসক এবং চিকিৎসা কর্মীরা বহুদিন হাসপাতালের মধ্যেই তাকে লালন পালন করে। হাসপাতালের চিকিৎসক এবং চিকিৎসা কর্মীরা ওই ছোট্ট শিশুর নাম রাখে কলি। পরবর্তীতে কলির ঠাই হয় কোচবিহারের একটি হোমে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অলির প্রোফাইল সরকারি ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। সেই ওয়েবসাইট থেকেই অলি সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমেরিকার এক দম্পতি। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আজ ওই দম্পতি সরকারি হোম থেকে কলিকে দত্তক নেয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই দম্পতির হাতে তুলে দেওয়া হয় কলিকে।

শিলিগুড়িতে পালন করা হলো বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস

শিলিগুড়ি ঃআজ বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস। সারা দেশের পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও থ্যালাসেমিয়া দিবস পালন করা হচ্ছে।থ্যালাসেমিয়া হলো একটি বংশগত রক্তস্বল্পতাজনিত রোগ। এসব রোগী ছোট বয়স থেকেই রক্তস্বল্পতায় ভোগে।এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা যেহেতু তাদের শরীরে নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্ত তৈরি করতে পারে না, তাই অন্যের রক্ত ট্রান্সফিউশন নিয়ে তাদের জীবন চালাতে হয়।বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস উপলক্ষে শিলিগুড়ির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সুইমিং পুলের সামনে একটি অনুষ্ঠান করা হয়। আজ এই বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসে বেশ কিছু বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন দের কিছু খাবার তুলে দেওয়া হয়।বর্তমানে প্রতি ১৪ জনে একজনের থ্যালাসেমিয়ার বাহক রয়েছে। বর্তমানে ৭০ হাজারের বেশি শিশু থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত। প্রতি বছর ৬ হাজার শিশু বিভিন্ন রকমের থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করছে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান মতে, বাংলাদেশের জনসংখ্যার সাত শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ মানুষ থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক। থ্যালাসেমিয়া বাহকদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ের মাধ্যমে প্রতি বছর নতুন করে ৭ হাজার থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুর জন্ম হচ্ছে। থ্যালাসেমিয়া রোগীরা প্রতি মাসে এক থেকে দুই ব্যাগ রক্ত গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। চিকিৎসা না করা হলে এ রোগীরা রক্তশূন্যতায় মারা যায়।

বেআইনি ভাবি বালি উত্তোলনের অভিযোগ বারংবার উঠেছে

জলপাইগুড়ি । পথশ্রী প্রকল্পের স্টিকার ডাম্পারের সাঁটিয়ে চলছিলো বালি পাচার বলে অভিযোগ। পুলিশের অভিযানে আটক দুটি ডাম্পার। জলঢাকা নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তুলে পথশ্রী স্টিকার লাগিয়ে সরঅরকারী ফাকি দিয়ে বালি পাচার করা হচ্ছিলো বলে অভিযোগ। দুটি ডাম্পার আটকানোর পাশাপাশি গ্রেফতার দুই চালকও। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার সকালে অভিযান চালিয়ে অন পথশ্রী ওয়ার্ক স্টিকার লাগানো দুটি ডাম্পার গাড়ি আটক করলো ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িধূপগুড়ি ৩১ নং জাতীয় সড়কের হুসলুডাঙ্গা টোল গেট সংলগ্ন এলাকা থেকে গাড়ি দুটিকে আটক করে পুলিশ। ঘটনায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা গেছে, জলঢাকা নদী থেকে এই ডাম্পার দুটি অবৈধভাবে বালি উত্তোলন করে ময়নাগুড়ির দিকে আসার পথে আটক করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত দুই চালকের নাম বিরাজ বেরা(২৬) এবং গোপাল দাস (৩৭) । তাদের বাড়ি গয়েরকাটা এবং গোঁসাইহাট এলাকায়। তবে বালি বোঝায় ডাম্পার ধরা পড়লেও। কোথা থেকে কিভাবে পুলিশের চোখে সামনে বালি আনা হচ্ছে সেই প্রশ্ন কিন্তু উঠছে? কেন তাহলে বালি তোলার সময় নদীতে অভিযান চালিয়ে গাড়িগুলিকে আটকানো যাচ্ছে না বলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আউটডোরের সামনে থেকে রোগীর ব্যাগ কেপমারি

মালদা ঃ ফের মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আউটডোরের সামনে থেকে রোগীর ব্যাগ কেপমারির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। সোমবার দুপুরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে অসহায় ওই মহিলা তার দুই নাবালক সন্তানকে নিয়ে মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন পুলিশ ক্যাম্পে কেপমারির ঘটনার অভিযোগ দায়ের করেছেন।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরাতন মালদা থানার মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাউত গামের বাসিন্দা শিউলি খাতুন তার দুই নাবালক ছেলে মেয়েকে নিয়ে এসেছিল মালদা মেডিকেল কলেজের আউটডোরের ডাক্তার দেখাতে। তার এক ছোট ছেলের ভাঙ্গা পায়ে চিকিৎসা করাতে আসেন তিনি। আউটডোরের সামনে দুই নাবালক ছেলেমেয়ের হাতে ব্যাগ ধরিয়ে বাথরুমে যান তিনি। সেই সময় অচেনা কোন এক মহিলা ওই শিশুদের হাত থেকে ব্যাগটি কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।শিউলী খাতুন জানিয়েছেন, তার ব্যাগে দুটি মোবাইল, সচিত্র পরিচয় পত্র সহ জরুরী কাগজপত্র ছিল এবং কয়েকশো টাকা ছিল। যা কেপমারি হয়ে গিয়েছে।এদিকে মালদা মেডিকেল কলেজ চত্বরে মাঝেমধ্যেই এই ধরনের কেপমারির ঘটনায় অসন্তোষ ছড়িয়েছে রোগী ও তাদের আত্মীয়দের মধ্যে। ওই এলাকায় সর্বত্র সিসি ক্যামেরা বসানোরও দাবি জানিয়েছেন রোগীদের আত্মীয়েরা। যদিও পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশ ক্যাম্পের অফিসারেরা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ফক্সভাগেনের সম্মেলনে পরিবেশকর্মীদের বিক্ষোভ

বার্লিন ঃ জার্মানিতে ফক্সভাগেনের এজিএমএ প্রায় ১০ জন পরিবেশকর্মী ঢুকে পড়ে বিক্ষোভ দেখান।

ফক্সভাগেন পরিবেশের ক্ষতি করছে। এটাই ছিল ওই পরিবেশকর্মীদের মূল বক্তব্য। তাদের গায়ে স্লোগানে লেখা ছিল 'ডার্টি মানি'। ফক্সভাগেনের বৈঠক শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে একজন নারী পরিবেশকর্মী নিজের জামা খুলে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। তার পিঠে লেখা ছিল ডার্টি মানি শব্দটি। সিইও অলিভার ব্লুমস যখন বক্তৃতা দিতে ওঠেন, তখনই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পরিবেশকর্মীরা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিরাপত্তরক্ষীরা তাদের বাইরে বার করে দেয়। কিন্তু ততক্ষণে বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে প্রেক্ষাগৃহের ভিতর। বৈঠক চলাকালীন কেকও ছুঁড়ে মারেন তারা।

পুলিশ তাদের প্রেক্ষাগৃহের বাইরে বার করে দেওয়ার পর হলের ঠিক বাইরে রাস্তার উপর বসে পড়ার চেষ্টা করেন তারা। কিন্তু পুলিশ তাদের সেখানেও বসতে দেয়নি।

পরিবেশকর্মীদের বক্তব্য, মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চীনের শিনজিয়াং প্রদেশে ফক্সভাগান কারখানা চালাচ্ছে। যদিও গাড়ি সংস্থাটির কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, কোনোরকম মানবাধিকার লঙ্ঘন তারা করেননি। শিনজিয়াং প্রদেশ বরাবরই বিতর্কিত। অভিযোগ, চীন সেখানেই উইগুর মুসলিমদের আটকে রেখেছে। তাদের দিয়ে অন্যায়ভাবে কাজ করানো হচ্ছে। এর পাশাপাশি পরিবেশকর্মীদের বক্তব্য, ফক্সভাগেনের গাড়ি পরিবেশে মাত্রার অতিরিক্ত কার্বন ফুটপ্রিন্ট তৈরি করছে। তারা সমস্ত নিয়ম মানছে না। গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থাটির বক্তব্য, বিক্ষোভ দেখিয়ে আলোচনায় বসা সম্ভব নয়। পরিবেশকর্মীরা চাইলে জেনারেল মিটিং ডেকে তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত ফক্সভাগেন।

জার্মানির স্কুল ক্যাম্পে বর্ণবাদী মন্তব্য

বার্লিনঃ মন্তব্যের জেরে একদল ছাত্র ক্যাম্প শেষ হওয়ার আগেই সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

সোমবার জার্মান পুলিশ জানিয়েছে, বার্লিনের সামান্য দূরে ব্র্যান্ডেনবুর্গে একটি স্কুলের অংকের ক্যাম্পের আয়োজন হয়েছিল। সেখানেই এই ঘটনা ঘটেছে। ওই ক্যাম্পে সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে সংখ্যালঘু জনজাতি সম্প্রদায়ের বেশ কিছু ছাত্র যোগ দিয়েছিল। আর তাদের লক্ষ্য করেই বর্ণবাদী মন্তব্য করা হয়। তার জেরে ওই ক্যাম্প শেষ না করেই বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্ররা।

পুলিশ গিয়ে ওই ছাত্রদের এসকর্ট করে ক্যাম্প থেকে বার করে নিয়ে যায়। রাজনৈতিক সহিংসতা নিয়ে যে অফিসারেরা কাজ করেন, তাদের এই ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এখনো পর্যন্ত ২৮ জন ছাত্রের নাম লিখেছে পুলিশ। তবে তাদের সকলের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

ওই ক্যাম্পের আয়োজকেরাও ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। বিষয়টিকে জেনোফোবিয়া এবং বর্ণবাদ বলে উল্লেখ করেছেন তারা।

বার্লিনের শিক্ষামন্ত্রী ক্যাটারিনা গুন্টার উনশ বলেছেন, যারা বর্ণবাদের স্বীকার হয়েছে, তাদের মনোবিদের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। বর্ণবাদী আক্রমণের স্মৃতি তারা যাতে কাটিয়ে উঠতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হবে। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নেতা লুডউইগ শিৎজ বলেছেন, এই ঘটনাই প্রমাণ করে বার্লিনের স্কুলগুলিতে বর্ণবাদবিরোধী শিক্ষা দেওয়া কতটা জরুরি। পাঠক্রমে বিষয়গুলি থাকলেও তা ছাত্রদের বোঝানো যাচ্ছে না বলে তিনি মনে করেন।

শিৎজের বক্তব্য, দক্ষিণপন্থা এবং বর্ণবাদকে আর কোনোভাবেই অবজ্ঞা করা যাবে না। গোটা সমাজের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ছে। ব্র্যান্ডেনবুর্গের বেশ কয়েকটি স্কুলে দক্ষিণপন্থা মাথা চাড়া দিচ্ছে বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। কোনো কোনো ছাত্র নাৎসি স্যালুটও করছে বলে জানা গেছে। বস্তুত, দক্ষিণপন্থি এএফডি দল ওই অঞ্চলে অত্যন্ত প্রভাবশালী বলেও জানা গেছে।

ইটালি, ভ্যাটিকান সফরে জেলেনস্কি

ইটালি ঃ গেল বছর ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের পর, এটাই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির প্রথম ইটালি সফর। কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার এই রোম সফরকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।

ইউক্রেন যুদ্ধ চলাকালে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশেই সফরে এসেছেন জেলেনস্কি। কিন্তু ইটালি সফরের বিশেষ গুরুত্ব বুঝতে পারছেন জেলেনস্কিও। রোমে পৌঁছেই একটি টুইট করেছেন তিনি।

তিনি লিখেছেন, ''আজ রোমে। আমি ইটালির প্রেসিডেন্ট সের্গিও মাত্তারেলা, প্রধানমন্ত্রী জর্জা মেলোনি এবং পোপের সঙ্গে বৈঠক করব। ইউক্রেনের জয়ের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সফর।''

ইউক্রেনে শান্তি ফেরাতে প্রয়োজনীয় সবকিছু করতে নিজের সম্মতির কথা আগেই জানিয়েছিলেন পোপ ফ্রান্সিস। এ বছরের ৩০ এপ্রিল হাঙ্গেরি সফরে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, ''(রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধ) এ বিষয়ে একটি উদ্যোগ চলমান আছে, তবে এখনও সেটা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি।''

সেদিন এর বেশি কিছু অবশ্য বলতে রাজি হননি পোপ। তাই জেলেনস্কির সঙ্গে পোপের বৈঠকটিও আলাদা গুরুত্ব পাচ্ছে।

এ সপ্তাহের শুরুতে, ভ্যাটিকানে রাশিয়ার বিদায়ী রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার আভদেবের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল ফ্রান্সিসের। ইটালীয় সংবাদপত্র ইল মেসাগেরো জানিয়েছে, বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে ভ্যাটিকান।

শান্তির জন্য বরাবরই আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন পোন্টিফ। কিন্তু কিয়েভ এবং মস্কোর মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, তার প্রস্তাবটিতে এখনও তেমন কোনো অগ্রগতি দেখা যায়নি।

এদিকে, গুঞ্জন রয়েছে রোম সফর শেষে জার্মানি আসতে পারেন জেলেনস্কি। তবে বিষয়টি এখনও কোনো পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়নি।

ইউক্রেনে জার্মানির সামরিক সহায়তা

ইউক্রেনকে আরো তিনশো কোটি ডলার সমপরিমাণ অর্থের সামরিক সহযোগিতা দিতে যাচ্ছে জার্মানি। শনিবার জার্মানির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, জার্মানির পক্ষ থেকে এটি এ যাবতকালের সবচেয়ে বড় সহযোগিতা।

সহযোগিতা প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে, ২০টিরও বেশি মার্ডের ইনফ্যান্ট্রি ফাইটিং ভেহিক্যাল, ৩০টি লিওপার্ডওয়ান ট্যাংক এবং চারটি আইআরআইএসটিএসএলএম এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। এক বিবৃতিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টোরিয়াস বলেন, ''আমরা সবাই আশাকরি, ইউক্রেনের জনগণের বিরুদ্ধে রাশিয়ার এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ খুব তাড়াতাড়ি শেষ হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে এমন কোনো কিছু এখনও দৃশ্যমান নয়। এ কারণে যতদিন প্রয়োজন ততদিন পর্যন্ত যতটা সম্ভব সাহায্য করে যাবে জার্মানি।''

জার্মানি গত বছরও ইউক্রেনকে দুই বিলিয়ন ইউরোর সামরিক সহায়তা দিয়েছিল।

শুক্রবার রাতে দেয়া ভাষণে জেলেনস্কি বলেন, পরাজয়ের জন্য রাশিয়ানরা প্রস্তুত রয়েছেন।

তিনি বলেন, ''এরমধ্যেই চলমান এই যুদ্ধে মানসিকভাবে হেরে গেছেন রাশিয়ানরা। এখন তাদেরকে প্রতিনিয়ত চাপের মধ্যে রাখতে হবে।''

ইউক্রেন দাবি করেছে, বাখমুতের কাছে রুশ বাহিনীর কাছ থেকে বেশ কিছু ভূমি পুনরুদ্ধার করেছে। শুক্রবার মস্কো স্বীকার করেছে, তাদের বাহিনী শহরের উত্তরের দিকে ফিরে গেছে।

বাখমুত থেকে পিছু হটার কথা স্বীকার রাশিয়ার

কিয়েভ ঃ ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে বাখমুত শহরের দখল নিয়ে কয়েক মাস ধরে চলছে তুমুল লড়াই। পাল্টাপাল্টি হামলা চালাচ্ছে ইউক্রেন ও রাশিয়াদুই বাহিনীই। এরই মধ্যে শহরটি থেকে রুশ সেনাদের পিছু হটার কথা স্বীকার করেছে মস্কো। গতকাল শুক্রবার রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইগর কোনাশেঙ্কভ এ কথা জানান। রুশ সেনাদের পিছু হটার বিষয়টি সামনে আসার আগে বাখমুতের দক্ষিণাঞ্চলে হামলা জোরদার করার কথা জানিয়েছিল ইউক্রেন। শহরটিতে রুশ বাহিনীকে ঘিরে ফেলতেই তাদের এই তৎপরতা। এরই মধ্যে রুশ সেনারা পিছু হটার অর্থ, গত ছয় মাসের মধ্যে বাখমুতে সবচেয়ে বড় অগ্রগতি পেয়েছে ইউক্রেন বাহিনী। শুক্রবার ইগর কোনাশেঙ্কভ বলেন, বাখমুতের পূর্বে ১ হাজারের বেশি সেনা ও ৪০টির বেশি ট্যাংক নিয়ে হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। রাশিয়া ২৬টি হামলা প্রতিহত করেছে। তবে একটি এলাকা থেকে রুশ সেনাদের পিছিয়ে আনা হয়েছে। তাঁদের বাখমুতের উত্তরপশ্চিমে আরও সুবিধাজনক স্থানে সাজিয়ে নেওয়া হবে।

তবে নতুন করে সাজিয়ে নিতে রুশ সেনাদের পিছিয়ে আনা হয়েছে বলে মানতে নারাজ ভাড়াটে যোদ্ধা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ভাগনারের প্রধান ইয়েভজেনি প্রিগোশিন। বাখমুতে রাশিয়ার পক্ষে লড়ছেন ভাগনারের যোদ্ধারা। প্রিগোশিন বলেন, কোনাশেঙ্কভ যেমনটা বলছেন, দুর্ভাগ্যবশত তেমনটা ঘটেনি। রুশ সেনাদের নতুন করে সাজানোর জন্য পিছিয়ে আনা হয়নি। তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছেন।

এদিকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে ইউক্রেনকে নতুন করে ২৯৭ কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জার্মানি। এর মধ্যে ৩০টি লেপার্ড ট্যাংক রয়েছে। আজ শনিবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের চিফ অব স্টাফ আন্দ্রি ইয়েরমাক এ তথ্য জানান।

অপ্রচলিত বাজারে পোশাক রপ্তানি বাড়লেও প্রবৃদ্ধি নিয়ে শঙ্কা

ঢাকা ঃ ইউরোপ, অ্যামেরিকার মতো প্রচলিত বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের রপ্তানি কমছে। কিন্তু জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, কোরিয়ায় মতো অপ্রচলিত বাজারে বেড়েছে রপ্তানি। তাতেও অর্থবছর শেষে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনে শঙ্কা কাটছে না। চলতি অর্থবছরের শেষে রপ্তানিকে ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নেয়া হলেও, তা অর্জন এখনও বহুদূর। ক্রয় আদেশ কমে যাওয়ায় এ বছর ৩০০টির মতো কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে বেকার হয়েছেন ৩০ হাজারের মতো শ্রমিক। ব্যবসায়ীরা বলছেন, পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, ছোট ছোট কারখানাগুলোর টিকে থাকাটাই কঠিন। তৈরি পোশাক শিল্প ব্যবসায়ীদের সংগঠন বিজিএমইএএর সিনিয়র সহসভাপতি শহিদুল্লাহ আজিম ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''ইউরোপ, অ্যামেরিকা বা ব্রিটেনে আমাদের অর্ডার যখন কমছে, তখন আমরা নতুন বাজারের চিন্তা করি। সেই চিন্তা থেকেই আমরা জাপান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলো খুঁজে বের করেছি। সেখানে আমাদের রপ্তানি বেশ ভালো।'' রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ইউরোপের বাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বলেও জানিয়েছেন এই ব্যবসায়ী। তিনি বলেন, ''সেখানেও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমেছে। বায়াররা নতুন করে কোন অর্ডার দিচ্ছেন না। এ কারণে কিন্তু এখানে অনেক ছোট ছোট কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারপরও ২০২৩ সালের শেষে আমরা রপ্তানি ১০০ বিলিয়নে নিয়ে যাওয়ার যে ঘোষণা দিয়েছিলাম সে পথেই হাঁটছি। তবে শেষ পর্যন্ত পারব কিনা সেটা তো জানি না। তবে আমাদের চেষ্টা আছে। বিজিএমইএ জানিয়েছে, চলতি অর্থবছরের (২০২২-২৩) প্রথম ১০ মাসে অর্থাৎ এপ্রিল পর্যন্ত অপ্রচলিত বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে। এসব বাজারে প্রায় ৩০ দশমিক ৮০ শতাংশ রপ্তানি বেড়ে ৭ বিলিয়ন ইউএস ডলারে পৌঁছেছে। অপ্রচলিত বাজারগুলোর মধ্যে আছে, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, ভারত এবং দক্ষিণ কোরিয়া। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য মতে, এই সময়ে জাপানের প্রধান বাজারগুলোতে বাংলাদেশের পোশাক পণ্যের রপ্তানি ছিল এক দশমিক ৩২ বিলিয়ন ডলার। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার বাজারে ৯৬১ দশমিক ৩০ মিলিয়ন, ভারতীয় বাজারে ৮৮৯ দশমিক শূন্য ৬ মিলিয়ন এবং দক্ষিণ কোরিয়ার বাজারে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪৭৭ দশমিক ৮১ মিলিয়ন ইউএস ডলার। মোট রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ বেড়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশ থেকে মোট পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৩৮ দশমিক ৫৭ বিলিয়ন ইউএস ডলারের। এর মধ্যে ইউরোপের বাজারে গেছে ১৯ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলারের, যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে ৬ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলারের, ক্যানাডায় রপ্তানি হয়েছে এক দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারের পোশাক। আর এই সময়ে অপ্রচলিত বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৭ বিলিয়ন ইউএস ডলারের। পশমি সোয়েটার্স লিমিটেডের মালিক মো. মশিউল আযম সজল ডয়চে ভেলেকে বলেন, যুদ্ধের কারণে ইউরোপের বাজারে আমাদের রপ্তানি অনেক কমে গেছে। তারা আসলে পোশাক কেনা কমিয়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন ধরনের খরচ বাড়ায় আমাদের যেটা করতে হচ্ছে, আগে আমরা দুই তিন সুটকেস ভরে স্যাম্পল নিয়ে তাদের কাছে হাজির হতাম। এখন যেটা হয়েছে ভিডিও কলে আমরা তাদের স্যাম্পল দেখাচ্ছি। ''আরেকটা জিনিস আমরা দেখছি, ইউরোপের বাজারে স্বল্প মূল্যের কাপড়ের চাহিদা বেড়েছে। তারা এখন আর বেশি দাম দিয়ে কাপড় কিনছে না। এখন আসলে অপ্রচলিত বাজারে রপ্তানি বাড়িয়ে আমরা টিকে থাকার চেষ্টা করছি। পাশাপাশি ম্যানমেড ফাইবারের ওপর আমরা অনেক বেশি মনোযোগ দিচ্ছি। এর জন্য আমরা সরকারের কাছ থেকে একটা সহযোগিতা চেয়েছি। সেটা পাওয়া গেলে হয়ত আমরা টিকে যেতে পারব। বিজিএমইএ কর্মকর্তা বলছেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান বাজারগুলোর মধ্যে জার্মানিতে রপ্তানি কমেছে। বর্তমান রপ্তানির পরিমাণ ৫ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন ইউএস ডলার। অথচ আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় জার্মানিতে ৭ দশমিক ৩৩ শতাংশ রপ্তানি কমেছে। ফ্রান্স এবং স্পেনে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ২ দশমিক ৪০ বিলিয়ন ইউএস ডলার ও ২ দশমিক ৯৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার। দেশ দুইটিতে পোশাক রপ্তানিতে কিছুটা প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেঃটার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম ডয়চে ভেলেকে বলেন, অর্ডার কমে যাওয়ার কারণ তো আমরা অনুধাবন করতে পারছি। ইউরোপেও চাকরির বাজার সংকুচিত হচ্ছে। সেখানে জব কাট হচ্ছে। একই সঙ্গে ডলারের বিপরীতে অন্য কারেন্সির যে মূল্যমান সেটাও কমেছে। এতে তাদের আমদানি খরচ বাড়ছে।''

অপ্রচলিত বাজার সম্পর্কে তিনি বলেন, ''অপ্রচলিত বাজারের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, করোনা এবং পরবর্তী সময়ে অনেক দেশেই প্রভাবটা পড়েনি। বরং তাদের প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। এর মধ্যে চীন, ভারত, জাপান আছে। সেখানে আমাদের রপ্তানি বাড়ছে। আবার চীনের সঙ্গে অনেকেরই বাণিজ্যে টানাপড়েন রয়েছে। এটা যে শুধু ইউরোপ বা অ্যামেরিকার দেশগুলো তা নয়। অস্ট্রেলিয়া, জাপান তাদের অর্ডার কিন্তু চীন থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছে। সেই সুবিধাটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি, আরও পাব। ফলে আমাদের রপ্তানির গ্রোথটা ইউরোপে একটু নেগেটিভ হলেও সার্বিকভাবে ঠিক থাকবে বলে আমার ধারণা।

বাংলাদেশ শিল্প পুলিশের তথ্য মতে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ অর্থাৎ প্রথম তিন মাসে দেশে মোট ৯৭টি কারখানা বন্ধ হয়েছে। এগুলো বন্ধ হওয়ার কারণে ২০ হাজার ২৭৬ শ্রমিক চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছেন। কারখানাগুলোর মধ্যে বিজিএমইএএর সদস্যভুক্ত ১৭টি কারখানায় ছয় হাজার ৬৪৭ শ্রমিক চাকরি হারিয়েছেন। বিকেএমইএএর সাতটি কারখানায় এক হাজার ৪৮৬ জন, বিটিএমইএএর তিন কারখানায় দুই হাজার ৮৭ জন, বেপজার দুইটি কারখানায় দুই হাজার ৪৫ জন এবং অন্যান্য ৬৮টি কারখানায় আরও আট হাজার ৩২ শ্রমিক বেকার হয়েছেন। এপ্রিলে খুলনা ও সিলেট এলাকার আরও ১৮৯টি কারখানা বন্ধ হয়েছে। বেকার হয়েছেন অন্তত ১০ হাজার শ্রমিক। সবমিলিয়ে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় ৩০০ কারখানা বন্ধ হয়েছে। এসব কারখানায় কর্মরত প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক বেকার হয়েছেন। কারখানা বন্ধের বিষয়ে জানতে চাইলে নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম ডয়চে ভেলেকে বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু কারখানা বন্ধ হয়েছে। আরও হবে। ইউক্রেনরাশিয়া যুদ্ধের কারণে কারখানাগুলোতে পর্যাপ্ত কার্যাদেশ নেই। এটাই মূল কারণ। আবার কিছু কারখানায় এমনিতে কাজ নেই, তারওপর আবার শ্রমিক অসন্তোষ। কথায় কথায় কাজ বন্ধ করে দেয় শ্রমিকরা। এসব কারণেও অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ডেঙ্গু দৃশ্যমান সমস্যা, যা মোকাবেলা কঠিন নয়

ঢাকা ঃ স্বাধীন বাংলাদেশে ২০০০ সালে প্রথম ডেঙ্গুর ভয়াবহতা দেখা গিয়েছিল। ওই বছর সরকারি হিসাবে পাঁচ হাজার ৫০০ জন মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মারা গিয়েছিলেন ৯৩ জন। তবে বাংলাদেশে ডেঙ্গু সবচাইতে বড় আঘাত হানে ২০১৯ সালে। ঐবছর এক লাখ এক হাজার তিনশ মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছিল। এক সময় ডেঙ্গু ঢাকার রোগ ছিল। কিন্তু এখন এটি বিস্তৃত হয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। মে মাসের শুরু থেকেই ডেঙ্গু ঊর্ধ্বমুখী। মাঠ পর্যায়ের তথ্যউপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ বছর চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগে অন্যান্য বছরের তুলনায় ডেঙ্গু বেশি হওয়ার ঝুঁকি আছে। ঢাকাতেও ডেঙ্গুর দাপট থাকবে। করোনার মতো ডেঙ্গু অদৃশ্য শক্তি নয়। ডেঙ্গু একটি দৃশ্যমান শক্তি, যাকে মোকাবেলা করা খুব কঠিন নয়। ডেঙ্গু ছড়ায় এডিস মশার মাধ্যমে। এটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই ডেঙ্গুকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অন্যান্য মশার চেয়ে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণও সহজ, কারণ এডিস মশা পাত্রে জমা পানিতে বংশবিস্তার করে। জমা পানির পাত্র অপসারণ কঠিন কোনো কাজ নয়। এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের পাশাপাশি নগরবাসীকেও সম্পৃক্ত হতে হবে। অন্যান্য মশার চেয়ে এডিস মশা কীটনাশক সহনশীল, তাই কীটনাশক দিয়েও এটিকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। যেসব এলাকা ডেঙ্গুর হটস্পট হয়ে গেছে অর্থাৎ আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেশি, সেইসব এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে অন্য ওয়ার্ড থেকে ফগিং মেশিন সরবরাহ করে ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে উড়ন্ত মশা মারার অভিযান পরিচালনা করতে হবে। অন্য ওয়ার্ডগুলোর ক্ষেত্রে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে প্রতিটি ওয়ার্ডকে দশটি ব্লকে ভাগ করে দশটি টিম গঠন করে এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংসের চিরুনি অভিযান পরিচালনা করা প্রয়োজন। এই দশ টিমের প্রতিটিতে স্থানীয় তরুণ সমাজ সেবকদের দায়িত্ব দিয়ে তাদের সঙ্গে সিটি কর্পোরেশনের মশক নিধন কর্মীদেরকে যুক্ত করে দিয়ে এডিস মশার প্রজনন পাত্র ধ্বংস ও অপসারণের পাশাপাশি উড়ন্ত মশা নিয়ন্ত্রণে কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি টিমকে নিশ্চিত করতে হবে যেন তার ব্লকে কোনো এডিস মশা জন্মানোর পাত্র না থাকে। প্রতিটি ব্লকের ডেঙ্গু পরিস্থিতি মনিটরিং ও ইভালুয়েশনের জন্য সিটি কর্পোরেশনের সেন্ট্রাল টিম থাকতে পারে। যে ব্লকে ডেঙ্গু রোগী সবচেয়ে কম হবে তাদেরকে পুরস্কারের ঘোষণা দিয়ে কাজে উৎসাহিত করা যেতে পারে। অ্যাডহক ভিত্তিতে কাজ করে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে পাঁচ থেকে দশ বছর মেয়াদী মহাপরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সারাবছরব্যাপী চলমান থাকতে হবে। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের মহাপরিকল্পনায় সমন্বিত মশক ব্যবস্থাপনা বা ইন্টিগ্রেটেড মসকিউটো ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়ন করতে হবে। সমন্বিত মশক ব্যবস্থাপনার চারটি মূল পিলারকে একসাথে সারাবছর বাস্তবায়ন করতে পারলেই এডিস মশাবাহিত রোগ যেমন ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও জিকাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ১. পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণঃপরিবেশের বিভিন্ন সমস্যার কারণে মশার জন্ম হয়। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মশার প্রজননস্থল কমানো এবং ধ্বংস করে মশাকে সহজভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ জলাধার পরিষ্কার এবং বিভিন্ন পানির পাত্র অপসারণ ও পরিষ্কার রাখা। ২. জীবজ নিয়ন্ত্রণ ঃ উপকারী প্রাণীর মাধ্যমে মশাকে নিয়ন্ত্রণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রচলিত আছে। যেমন গাপ্পি মাছের মাধ্যমে পরিবেশগতভাবে অল্প খরচে টেকসই উপায় মশা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

সম্পাদকীয়

যেসব কারণে এরদোয়ানের প্রতি অনেক মানুষের অনাস্থা তৈরি হয়েছে

দুই দশক ধরেই ইরান ও তুরস্কে নির্বাচনের আগে পশ্চিমা গণমাধ্যম বলতে শুরু করে, ক্ষমতাসীনেরা হেরে যাবে। বিরোধী পক্ষের পালে জোর হাওয়া লেগেছে বলে প্রচারপ্রচারণা শুরু করে। কিন্তু ইরান ও তুরস্কে ক্ষমতার কোনো পরিবর্তন হয়নি। এবারও তুরস্কের নির্বাচন নিয়ে উত্তেজনার পারদ চরমে। পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো যথারীতি বলছে, রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান আমলের অবসান ঘটতে যাচ্ছে। কমবেশি সব কটি পশ্চিমা গণমাধ্যমের আভাস হচ্ছে, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড জাস্টিস পার্টির এরদোয়ানকে হারিয়ে দিতে পারেন রিপাবলিকান পিপলস পার্টির নেতা কামাল কিলিচদারোগলু। এরদোয়ানের পরাজয় বা ক্ষমতা থেকে নির্বাসন পশ্চিমাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা। তবে এর আগে কোনো নির্বাচনে এরদোয়ান হারেননি, কিন্তু এবার পাহাড়সম চাপ নিয়ে নির্বাচনে লড়তে হচ্ছে তাঁকে। তুরস্কের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ খারাপ। মূল্যস্ফীতি ৮০ শতাংশে পৌঁছেছে। কোথাও কোথাও শতভাগ। সাম্প্রতিক ভূমিকম্প অর্থনৈতিক দুরাবস্থাকে আরও নাড়িয়ে দিয়েছে। এ কারণে ভোটারদের মধ্যে এরদোয়ানের প্রতি অনাস্থা তৈরি হয়েছে। ২০ বছর আগে

ক্ষমতায় এসে এরদোয়ান যেভাবে তুরস্কের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়েছিলেন, গত কয়েক বছরে, বিশেষ করে ২০১৩ সালের পর, তা আর ধরে রাখতে পারেননি। দ্রব্যমূল্যের উচ্চগতি শহুরে নাগরিকদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি করেছে। এই অনাস্থা, অসন্তোষকে পুঁজি করেই কামাল কিলিচদারোগলু অন্য বিরোধীদের নিয়ে একাট্টা হয়ে এবারের নির্বাচনে মাঠে নেমেছেন। বিরোধীদের প্রতিটি নির্বাচনী জনসভায় অর্থনৈতিক দুরাবস্থার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। কিলিচদারোগলুর সঙ্গে নির্বাচনী জোটে আছে আরও পাঁচটি দল। এই জোটে ফেতুল্লা গুলেনের বামপন্থী সমর্থকেরা যেমন আছেন, আছে এরদোয়ানের গুরু নেজমুদ্দিন এরবাকানের দল থেকে বেরিয়ে যাওয়া ইসলামপন্থী সাদত পার্টি। আরও আছে এরদোয়ানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আহমেদ দাউদওলুর ফিউচার পার্টি, সাবেক অর্থমন্ত্রী আহমেদ বাবাজানের দেবা পার্টি, বামপন্থী ডেমোক্রেটিক পার্টি। এ ছাড়া অঘোষিতভাবে এই জোটে রয়েছে কুর্দিশ রাজনৈদিক দল হেদেপে। বিভিন্ন মত ও পথের দল এরদোয়ানকে হারাতে জোট গঠন করেছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, উদারপন্থী হিসেবে পশ্চিমাদের সমর্থন পেলেও এই জোট গঠনে নেতৃত্ব দিয়েছে ইসলামপন্থী দল সাদত পার্টি। মূলত সাদত পার্টির নেতা তেমেল কারামোল্লাউলু এই জোট গঠনের অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সাদত পার্টির অফিস থেকেই এরদোয়ানবিরোধী জোট গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৪ মের নির্বাচনে এরদোয়ানের রাজনৈতিক ভাগ্য নতুন করে লেখা হবে। জিতলে তুরস্কের ইতিহাসে নতুন উচ্চতায় চলে যাবেন আর হারলে কারাবাস, মৃত্যুদণ্ডঅনেক কিছুই হতে পারে। বিভিন্ন জরিপে কামালের জয়ের পাল্লা বেশি বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে এখনই আশা ছাড়ছেন না এরদোয়ানের সমর্থকেরা। শেষ পর্যন্ত নিজস্ব কৌশল অবলম্বন করে বেরিয়ে আসবেন বলে এরদোয়ানের সমর্থক, ভক্তরা প্রত্যাশা করছেন। বিপরীতে এরদোয়ান জাতীয়তাবাদী, ইসলামপন্থী, মধ্যপন্থী ও কুর্দিশদের একাংশ নিয়ে জোট গঠন করেছেন। গত রোববার ইস্তাম্বুলে ১৭ লাখ মানুষের সমাবেশ করেছেন এরদোয়ান। এই সমাবেশকে গত ১০০ বছরের মধ্যে তুরস্কের সব থেকে বড় সমাবেশ বলা হচ্ছে। ৩৯টি প্রদেশ থেকে ১০ হাজার বাসে করে তপ্ত গরমের মধ্যে এরদোয়ানের সমর্থকেরা সমাবেশে যোগ দেন। পর্যবেক্ষকেরা বলছেন, বিশাল জনসমাবেশ নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে। জনসমাগমের পাশাপাশি এরদোয়ান চেষ্টা করেছেন অর্থনৈতিক দুরাবস্থার মধ্যে বিভিন্ন সুবিধা বাড়িয়ে ভোটারদের কাছে টানতে। গত দুই বছরে চারবার বেতন বাড়ানো হয়েছে। অবসরপ্রাপ্তদের ভাতা ও সুবিধা বাড়িয়েছেন। সামাজিক নিরাপত্তার পরিধি আরও বিস্তৃত করার চেষ্টা করেছেন। অনেকেই মনে করছেন, ভূমিকম্পের আঘাতও সামলে নিয়েছেন এরদোয়ান। এবারের নির্বাচনে মূলত প্রবীণ ও মধ্যবয়স্কদের সঙ্গে তরুণ ভোটারদের মধ্যে লড়াই হবে। প্রবীণ ও মধ্যবয়স্কদের মধ্যে এরদোয়ানের জনপ্রিয়তা বেশি। ওদিকে তরুণেরা ভিড়ছেন কামাল কিলিচদারোগলুর ডেরায়।

যুক্তরাষ্ট্রের এফ১৬ যুদ্ধ বিমান কি ইউক্রেন যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারবে?

নিচে থেকে ইউক্রেনের নির্দেশনাটা ছিল পরিষ্কার - রাশিয়ান এসইউ৩৫ যুদ্ধবিমান তাদের সিলকা এয়াক্র্যাফটের দিকে মিসাইল ছুঁড়েছে। পাইলট জানে যে জীবন বাঁচাতে তার এখন এই মিশন পরিত্যাগ করা ছাড়া উপায় নেই।

ইউক্রেনের পাইলট যার সাংকেতিক নাম 'সিল্ক' তার মিগ২৯ বিমানটি দ্রুত নিচের দিকে নামিয়ে আনেন।

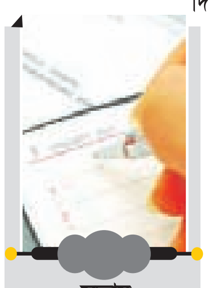

সুভাষ
প্রাবন্ধিক

এটা এতটাই নিচ দিয়ে উড়তে থাকে যে গাছের উপরটা পরিষ্কার দেখা যায়। সোভিয়েত আমলে পুরনো এই বিমানে যখন সর্বোচ্চ গতিবেগ তোলা হয় তখন বিমানটি কাঁপতে থাকে।

সিল্ক বিভিন্ন টাওয়ার ও পাহাড় টপকে উড়ে চলে যায়, এই জায়গাগুলি সে আগেই মানচিত্রে দেখে রেখেছিল যাতে জরুরী প্রস্থান করা যায়।

মাটি থেকে সামান্য উচ্চতায় উড়াটা সবচেয়ে কঠিন, সর্বোচ্চ মনোযোগ রাখতে হয়। আর যেহেতু খুব নিচ দিয়ে চলে তাই হঠাৎ নিরাপদে এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় ও স্থান কোনটাই পাওয়া যায় না।বলেন সিল্ক।

সিল্কের ব্যবহৃত এমন জেট ফাইটারগুলি দিয়েই সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত ইউক্রেনের বাহিনী।

'সিলকার' মিশন হল আকাশে রাশিয়া তাদের বিমান লক্ষ্য করে যে মিসাইলগুলি ছুড়ছে সেগুলো ঠেকানো। কিন্তু আসলে ইউক্রেনের এই পুরনো বিমানগুলি খুব সামান্য কিছুই করতে পারছে।

আরেক মিগ২৯ পাইলট যার সাংকেতিক নাম 'জাস' বলছিলেন - আমাদের প্রধান শত্রু হল রাশিয়ান এসইউ৩৫ ফাইটার জেট।

রাশিয়ার বিমান প্রতিরক্ষার অবস্থান সম্পর্কে আমরা অবগত, তাদের সীমানাও আমরা জানি। এটা অনুমান করা খুবই সহজ, ফলে সেভাবে আমরা হিসাব কষতে পারি যে কতক্ষণ তাদের অঞ্চলে আমরা থাকতে পারবো। কিন্তু ফাইটারের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়। তারা দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়, সবটা পরিষ্কার দেখতে পারে, তারা সহজেই জেনে যায় যে কখন আমরা উড়ে সামনাসামনি যাবো।

রাশিয়া যখন থেকে তাদের দেশে অভিযান শুরু করেছে, ইউক্রেনের বিমান বাহিনী তখন থেকে মারাত্মক ক্ষতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেযদিও এ ব্যাপারে কোন পরিসংখ্যান তারা কখনো প্রকাশ করেনি।

রাশিয়ার দাবী তারা চারশোর বেশি ইউক্রেনিয়ান বিমান ধ্বংস করেছে। কিন্তু এটা অসম্ভব মনে হয়। কারণ নিরপেক্ষ হিসেবে জানা যায় ইউক্রেনের বিমান বাহিনীর মোট বিমানের সংখ্যাই এর অর্ধেকের মতো।

দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের মিলিটারি ব্যালান্স ২০২২ এর হিসাব বলছে, রাশিয়া পুরোদমে সামরিক অভিযান শুরুর আগে ইউক্রেনের কাছে ১২৪টি যুদ্ধবিমান ছিল।

বিমান যুদ্ধে রাশিয়ার সমকক্ষ হতে, ইউক্রেন তাদের পশ্চিমা মিত্রদের কাছে ইউএস এফ১৬ মাল্টিরোল ফাইটার জেটের মতো আধুনিক যুদ্ধবিমান চেয়ে আসছে।

আমাদের পাইলটদের ভয়াবহ ঝুঁকি নিয়ে উড়তে হয়, বলেন ইউক্রেন বিমান বাহিনীর এভিয়েশন উন্নয়ন বিভাগের প্রধান কর্ণেল ভলোদোমির লোগাশভ। এফ১৬ বিমান

আমাদের শত্রুদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বাইরে থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

এই বিমানগুলোর মিসাইল ১৫০ কিলোমিটার দূরত্ব পাড়ি দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে, ফলে ইউক্রেন বাহিনী রাশিয়ান এয়ারক্র্যাফটকে আক্রমণেও সক্ষম হবে।

অবশ্যই আমরাও আগের মতো তাদের নিশানা হব - বলছিলেন জাস।

তবে এফ১৬ যুদ্ধবিমানগুলোর উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন রাডার ধেয়ে আসা মিসাইল শনাক্ত করতে পারে। বর্তমানে যে কোন বিপদ দেখতে পেলে নিচে কাজ করা ইউক্রেনিয়ান গ্রাউন্ড টিম পাইলটদের মুখে মুখে সতর্ক করে দেয়।

আমাদের বিমানে স্বয়ংক্রিয় সতর্কতার ব্যবস্থা নেই। সবকিছু ভিজ্যুয়াল ইফেক্টের উপর নির্ভরশীল। আপনি যদি দেখতে পান তাহলে হিট ট্র্যাপ চালু করে ও একেঁবেকেঁ পালানোর চেষ্টা করতে হবে। - বলছিলেন এসইউ২৫ অ্যাটাক এয়ারক্র্যাফট চালানো একজন পাইলট।

যেহেতু রাশিয়া আকাশপথে অনেক বেশি এগিয়ে, তাই সম্মুখযুদ্ধে ইউক্রেন খুব অল্পকিছু যুদ্ধবিমান পাঠাতে পারে, যা দিয়ে ভবিষ্যতে যে কোন পাল্টা আক্রমণে সফলতা পাওয়া কঠিন হবে তাদের জন্য।

জাস বলেন তারা রাশিয়ান বিমান বাহিনীর তুলনায় ২০ গুণ কম বিমান উড়ায়। আর ইউক্রেনের যুদ্ধ বিমানগুলোতে থাকে সোভিয়েত আমলের বোমা ও দিশাহীন মিসাইল। এছাড়া এগুলোর পরিমাণ কম হওয়ায় দ্রুত ফুরিয়েও যায়।

তাদের সামরিক বাহিনী বলছে পশ্চিমা এয়ারক্র্যাফট পেলে ইউক্রেনের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো মজবুত হবে।

কর্ণেল লোগাশভের ব্যাখ্যা - আমাদের বিমানের রাডারগুলো পুরনো যা রাশিয়ান ক্রুজ মিসাইল শনাক্ত করতে পারে না। অনেকটা অন্ধ বিড়ালের মতো আমরা তাদের দিকে গোলা ছোঁড়ার চেষ্টা করি।

এফ১৬ যুদ্ধবিমানে থাকা পশ্চিমা অস্ত্র সরঞ্জাম দিয়ে অনেক দূর একেবারে সীমান্তের কাছাকাছি থাকতেই ক্রুজ মিসাইল শনাক্ত করা যাবে বলে মনে করেন জুস। ফলে তাদের আর ইউক্রেনের মধ্যাঞ্চলে এসে এগুলো ধরার চেষ্টা করতে হবে না।

কিন্তু এতে তাদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে বলে মনে করেন না ইউক্রেনের পাইলটরা। কারণ এই বিমানগুলোর অবস্থাও সেই একই, পুরনো সব অস্ত্র সরঞ্জাম ও কার্যক্রম ইউক্রেনের বিমানগুলির মতোই।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের এখনি ইউক্রেনে এফ১৬ পাঠানোর কোন পরিকল্পনা নেই, তাদের শঙ্কা এতে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিস্থিতির আরো অবনতি হবে।

এছাড়া এসব বিমান চালাতে ইউক্রেনের পাইলটদের প্রশিক্ষণ বিষয়টি এখনো অনুমোদন পায়নি।

যুক্তরাষ্ট্রে ডেপুটি ডিফেন্স সেক্রেটারি কলিন কাল বলেন, যদি এরকম কোন সিদ্ধান্ত নেয়াও হয়, তাহলেও ইউক্রেনে এফ১৬ যুদ্ধবিমান পাঠাতে দেড় বছর লেগে যাবে। তাই এত আগে পাইলটদের প্রশিক্ষণের কোন মানে নেই।

তবে কিয়েভের আশা ইউরোপিয়ান দেশগুলো থেকে এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। এজন্যও যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদন লাগবে, তবে প্রক্রিয়াটা অনেক দ্রুততম হবে। চালকদের প্রশিক্ষণের জন্য আমরা অল্প কিছু লোককে সীমিত সময়ের জন্য পাঠাতে পারবো, যাতে এদিকে আমাদের সামরিক শক্তি কমে না যায়, বলেন কর্ণেল লোগাশভ।

এজন্য আমরা চাই এখন থেকেই ছোট ছোট দল পাঠাতে যাতে যখন বিমান এসে পৌঁছাবে সেই সময়টায় আমাদের হাতে যথেষ্ট প্রশিক্ষিত চালক থাকে।

যেটাই হোক এটা পরিষ্কার যে এই বিমানগুলি ইউক্রেনের যে পাল্টা আক্রমণ শুরুর কথা বলা হচ্ছে তার আগে এসে পোঁছাবে না। প্রেসিডেন্ট ভলোদোমির জেলেনস্কি ইতোমধ্যে বলেছেন ইউক্রেন পশ্চিমা দেশগুলোর এফ১৬ পাঠানোর আশায় বসে থাকবে না বরং তাদের ছাড়াই আক্রমণ শুরু করবে।

তবে এফ১৬ যে যুদ্ধের গতিপথ একেবারে বদলে দেবে সে নিয়ে কিছু বিশেষজ্ঞের সন্দেহ আছে।

জাস্টিন ব্রঙ্ক, যিনি রয়্যাল জয়েন্ট ডিফেন্স রিসার্চ ইন্সটিটিউটের একজন রিসার্চ ফেলো ও যুদ্ধ বিমান বিশেষজ্ঞ, বলছিলেন এই বিমানগুলি বাড়তি প্রতিরক্ষাব্যবস্থা যুক্ত করবে হয়তো কিন্তু যুদ্ধে প্রকৃতি বদলাতে পারবে না।

এমনকি এফ১৬ বিমানগুলো নিয়েও ইউক্রেনের পাইলটদের রাশিয়ান হামলা থেকে বাঁচতে সম্মুখযুদ্ধের সময় অনেক নিচ দিয়ে উড়তে হবে, যা এর মিসাইল নিক্ষেপের ক্ষমতাও কমিয়ে দেবে।ব্যাখ্যা করেন প্রফেসর ব্রঙ্ক। এটি দিয়ে ইরাক, লিবিয়া, আফগানিস্তান ও ইউক্রেনে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

এফ১৬ নিয়ে আরো সমস্যা আছে। শুধু চালক ও মেকানিকদের প্রশিক্ষণ দিলেই হল না, আপনার সামরিক কাঠামোরও উন্নতি আনতে হবে।

এফ১৬ তৈরীই হয়েছে একেবারে সমান ও লম্বা রানওয়ের জন্য। ইউক্রেনের বর্তমান যে এয়ার ফিল্ড রয়েছে সেটার মেরামত করে আরো বর্ধিত করতে হবে এর উপযোগি করতে।

কিন্তু রাশিয়ানরা গোয়েন্দা সূত্র ব্যবহার করে এটি উপর থেকে দেখতে পাবে এবং হামলা চালাবে বলেন প্রফেসর ব্রঙ্ক।

তাই প্রশ্ন হল যে পরিমাণ প্রশিক্ষিত জনবল, রাজনৈতিক চেষ্টা ও অন্যান্য সহায়তা এক্ষেত্রে দিতে হচ্ছে সেটা কি অন্য দিক যেমন ট্যাঙ্ক, কামান বা গ্রাউন্ড বেজড এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের ক্ষেত্রে দেয়া যেতো না?

আপাতত ইউক্রেনের পাইলটদের নির্ভর করতে হচ্ছে সোভিয়েত আমলের ফাইটার ও অ্যাটাক এয়ারক্র্যাফটের উপরই।

যেগুলোর কোনটা হয়তো ১০০ বারে বেশি যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু এ পাইলটরা জানে যে প্রতিটি যুদ্ধ আসলে তাদের শেষ যুদ্ধ হতে পারে।

সাময়িকী

ছাড়া পেলেন গ্রেফতার হওয়া ইমরান খান

অভিজিৎ রায়
কলামিস্ট

শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের আদেশে দুই দিনের মাথায় ছাড়া পেলেন সামরিক বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়া ইমরান খান। দুর্নীতির অভিযোগে বার বার আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেফতার করে পাক রেঞ্জার্স। মঙ্গলবার ইসলামাবাদ হাইকোর্টের বাইরেই গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের গ্রেপ্তার হওয়া পাকিস্তানে গণতন্ত্রের আড়ালে রাখা অনেক মায়াজাল ভেঙে দিয়েছে। তাকে হেফাজতে নেওয়ার ঘটনাটি অপ্রত্যাশিত নয়, কারণ তিনি নিজেও দীর্ঘদিন ধরে এ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে আসছিলেন, কিন্তু গ্রেফতারের সময় তার সঙ্গে যে রূপ আচরণ করা হয়, তাও আদালতপ্রাঙ্গণে, এটা যে কোনো গণতান্ত্রিক দেশের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক। কিন্তু তাঁর গ্রেপ্তারের পর তার রাজনৈতিক দল তেহরিক এ ইনসাফ এর সমর্থকরা যে ভাবে সারা দেশে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছে তা এক কথায় নজিরবিহীন। পাকিস্তানের প্রায় সব শহরে - মফসসলে আগুন জ্বলছে। ভাঙচুর চলছে।অশান্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে ইসলামাবাদ, পঞ্জাব, বালুচিস্তান, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে সেনা নামানো হয়েছে। এক সময়কার দেশের সবচেয়ে বড় স্পোর্টিং 'আইকন' ছিলেন এই ইমরান খান। পাকিস্তান ক্রিকেটে বিশ্বকাপ জয়ী ক্যাপ্টেন হিশেবে তিনি অর্জন করেছিলেন বিশ্বব্যাপী খ্যাতি । মঙ্গলবার দুপুরে ইসলামাবাদ হাইকোর্টে আলকাদির ট্রাস্ট মামলাসহ একাধিক মামলায় জামিন চাইতে যাওয়ার সময় আদালত প্রাঙ্গণ থেকে গ্রেপ্তার হন তিনি।

ইসলামাবাদ হাইকোর্টকে আল কাদির ট্রাস্ট মামলার বৈধতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আসলে ইমরানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জন্য গঠিত এই ট্রাস্টকে ভুলভাবে জমি দেওয়া হয়েছিল এবং প্রধানমন্ত্রী হয়ে ইমরান খান তার পদের অপব্যবহার করেছিলেন। সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা গিয়েছে যে আলকাদির ট্রাস্টের মাত্র দুজন ট্রাস্টি ইমরান নিজে ও তার স্ত্রী! প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির আরও কয়েকটি অভিযোগের জড়িয়ে হয়েছেন। বর্তমানে ১২০ টিরও বেশি মামলায় তিনি জড়িয়ে রয়েছেন। তার মধ্যে আছে সন্ত্রাস, হিংসার উস্কানি, দুর্নীতি, দেশদ্রোহিতা, ধর্মদ্রোহিতার মতো অভিযোগ।

পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক সরকারের পতন নতুন নয়। বিগত কয়েক মাস আগে সাংবিধানিক বিধানে ইমরান খানের সরকারকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার পিছনেও ছিল সেই সামরিক শক্তি।গত তিনটি সাধারণ নির্বাচনের পর শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলেও সরকারের মূল চাবি কিন্তু ছিল সেই সামরিক বাহিনীর কাছেই। যেহেতু প্রত্যেক বারই জনতা নির্বিকার ছিল তাই আর সেই শক্তির বিরুদ্ধে কোনও আওয়াজ ওঠেনি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি ভিন্ন। পাকিস্তানে ইমরান খান ও তার দল পিটিআই - এর জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। সেই কারণেই পাকিস্তানের ক্ষমতায় থাকা জোট এবং সেনাবাহিনী চায় যেন যে কোনোভাবে ইমরান খানকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্য ঘোষণা করা হোক। সেনাবাহিনী, যায় ক্ষমতা এবং তার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গভীর হস্তক্ষেপ রয়েছে, তারা কখনই চায় না যে কোনও গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত শক্তিশালী নেতা পাকিস্তানে ক্ষমতায় থাকুক। এ কারণে সেনাবাহিনীর স্বেরাচারী আচরণের মুখে পড়ে। সেজন্য বিক্ষুব্ধ ইমরান খানকে কলঙ্কিত আখ্যা দিয়ে ক্ষমতার বাইরে রাখার পরিকল্পনা করা হয় সাধারণ নির্বাচনের আগে। কিন্তু এবার সামরিক অবস্থানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিরা। গত বারের সাধারণ নির্বাচনের পর ইমরান খানের সরকারের থেকে শুধু পাকিস্তানেই নয়, সারা বিশ্বের আশা ছিল যে সে দেশে শীঘ্রই গণতন্ত্র সেখানে তার শিকড় খুঁজে পাবে। কিন্তু সেখানকার রাজনীতিবিদরা পাকিস্তানের সাথে সারা বিশ্বকে হতাশ করেছে। সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষকতা, শীর্ষ পর্যায়ের দুর্নীতি এবং প্রতিহিংসার রাজনীতি পাকিস্তানকে এমন এক অন্ধকার গহ্বরে ঠেলে দিয়েছে, যেখান থেকে বের হওয়া খুবই কঠিন। শুধু ইমরান খানই নন, দুর্নীতি ও অপকর্মের জন্য আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়া প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতিদের একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে।

ইমরান খানের রাজনীতিতে প্রবেশের সময় মনে করা হয়েছিল যে তিনি নতুন ধরনের রাজনীতি করবেন এবং পাকিস্তান হয়তো সঠিক পথে ফিরে আসবে। তার কাছে জনগণের ভালোবাসা এবং সেনাবাহিনীর সমর্থন উভয়ই ছিল, কিন্তু পুরোনো পাকিস্তানি নেতাদের মতো তিনি প্রতিশোধের রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং রাজনৈতিক দক্ষতার অভাব তাকে একসাথে অনেক মহাজ খুলতে পরিচালিত করেছিল। শুধু নওয়াজ শরিফ ও আসিফ আলি জারদারির সঙ্গেই জড়াননি, সামরিক 'ডিপ স্টেট'এর সঙ্গে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন তিনি। পাকিস্তানের হয়ে কিছু করার দারুণ সুযোগ হাতছাড়া করলেন ইমরান। ক্ষমতা থেকে উৎখাত হওয়ার পরও তিনি নৈরাজ্যকর জনতার সহায়তায় আইনি ও রাজনৈতিক লড়াইয়ে জিততে চান। কিন্তু তার পথ এখন সহজ নয়। নওয়াজ শরিফের উদাহরণ সামনে। ইমরানের বিরুদ্ধে এত বেশি মামলা রয়েছে যে ক্ষমতাসীন জোট তাকে খুব কমই অবকাশ দিতে পারে। কিন্তু পাকিস্তানের জনগণ এসবের খেসারত ভোগ করছে। এমন এক সময়ে যখন সাধারণ পাকিস্তানিরা দারিদ্র্য ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে হাহাকার করছে, তাদের জন্য ত্রাণ দেওয়ার পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তাদের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে রাজনৈতিক প্রহসন তৈরিতে লিপ্ত। ইমরানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের কর্মীসমর্থকরা যেভাবে ফেটে পড়েছে, তা এ দেশকে ব্যর্থ দেশের দিকে নিয়ে যাবে।

এটা একটা পরিহাস যে দেশভাগের সাথে সাথে যে ভারতে অমৃত কালের উদযাপন চলছে এবং গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটছে, সেখানে পাকিস্তানে বারবার গণতন্ত্রকে শ্বাসরোধ করা হচ্ছে। ইতিহাস সাক্ষী জুলফিকার আলী ভুট্টো থেকে শুরু করে নওয়াজ শরীফ পর্যন্ত বারবার তাদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে সামরিক শক্তির পথ প্রশস্ত হয়েছে। ষড়যন্ত্র ও সামরিক শক্তি প্রয়োগের কারণে পাকিস্তানে গণতন্ত্র বারবার মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছে। দুর্নীতি, অপশাসন, সামরিক বিলাসিতা এবং সন্ত্রাসবাদকে জাতীয় নীতিতে পরিণত করার ফলে পাকিস্তান আজ আর্থিক দেউলিয়াত্বের দ্বারপ্রান্তে। উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির যুগে, পাকিস্তানের মানুষ দুই বেলার খাবার জুটিয়ে উঠতে পারছে না। বৈদেশিক ঋণের ক্রমবর্ধমান বোঝার মধ্যে, ভবিষ্যতের জন্য কোন আশার আলো দেখা যাচ্ছে না।সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা কেবল সাধারণ পাকিস্তানিদের জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তুলবে। ইমরানের পর তার সহযোগী ও সমর্থকদের গ্রেপ্তারের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় পাকিস্তানের পরিস্থিতি শিগগিরই স্বাভাবিক হবে তা বলা মুশকিল। এটা সম্ভব যে ভবিষ্যতে নির্বাচনের নামে সুবিধাজনক জোটের হাতে ক্ষমতার লাগাম তুলে দিয়ে সেনাবাহিনী পর্দার আড়ালে থেকে দেশ পরিচালনা চালিয়ে যাবে। এটাও সম্ভব যে কয়েক দশক ধরে শাসন করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা সেনাবাহিনী আবারও সামরিক আইনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকারকে দমন করা শুরু করতে পারে।

জানা অজানা

পঞ্চায়েত রাজ গ্রামের একতা ও প্রেম নষ্ট করে দিয়েছে

সুনীল কুমার দে

আগেকার দিনে গ্রামের মধ্যে একতা ছিলো,প্রেম ভালোবাসা ছিলো,পরস্পরের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক ছিলো কিন্তু পঞ্চায়েত রাজ হওয়ার সাথে সাথে গ্রামের মধ্যে অনেক নেতার জন্ম হলো।কেউ ওয়ার্ড মেম্বার তো কেউ মুখিয়া,তো কেউ পঞ্চায়েত সদস্য তো কেউ পার্ষদের জন্য ভোটে দাঁড়ালো।ফল কি হলো ভোট ভাগ হলো,মন ভাগ হলো,ভালোবাসা ভাগ হলো।মানুষে মানুষে দূরত্ব বাড়লো,টেনশন বাড়লো।পঞ্চায়েত রাজে হয় তো কিছু কিছু গ্রামের বিকাশ হয়েছে কিন্তু লুটপাট বেড়েছে ও গ্রামের একতা নষ্ট হয়েছে।ঝগড়া ঝাটি,পরনিন্দা পরচর্চা বেড়েছে,কেশ মামলা বেড়েছে।গ্রামের সংস্কৃতি ও পরম্পরা গুলো নষ্ট হতে বসেছে।ভালোবাসা,আন্তরিকতা ও মধুর সম্পর্ক গুলো শেষ হতে বসেছে।রাজনৈতিক কচকচানি বেড়েছে।কাকে ভোট দিবো কাকে নয়,সবাই তো নিজের লোক ও পরিচিত লোক।যাকে ভোট দেবো না তার মনে কষ্ট,তার সাথে টেনশন,মুখ ফোলাফুলি ও কথাবার্তা বন্ধ।কি করবো,কাকে খুশি করবো,ধর্ম সংকট।সবার প্রিয় হয়ে থাকতে হলে হয় সবাইকে ভোট দিতে হবে নয় তো চুপ করে থাকতে হবে,কাউ কে ভোট দেওয়া চলবে না।কিন্তু ভোট না দেওয়াও খারাপ,মৌলিক অধিকারের হনন।প্রার্থীরা বলে, দাদা দেখবেন একটু, আশীর্বাদ দেবেন,কেউ বলে, কাকু ছাপ টা মনে রাখবেন। হ্যাঁ বললেও মুশকিল,না বললেও মুস্কিল, ধর্ম সংকট।কাকে খুশি করবো,কার মনে কষ্ট দেবো,সবাই নিজের লোক,সবাই ঘরের লোক,সবাই পরিচিত লোক।পঞ্চায়েত রাজ সব গুড় মাটি করে দিলো।গ্রামের একতা ও গেলো আবার প্রেম ও গেল।

পোখরানে পারমাণবিক অস্ত্রের সফল পরীক্ষার স্মরণে ভারতীয় সেনার জাতীয় প্রযুক্তি দিবস পালন

সব্যসাচী শর্মা

অটল বিহারি বাজপেয়ি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৯৮ সালে পোখরানে পারমাণবিক অস্ত্রের সফল পরীক্ষণ করেছিল ভারত। ফলে পোখরানে পারমাণবিক অস্ত্রের সফল পরীক্ষণ করার এই দিনটি অর্থাৎ ১১ মে জাতীয় প্রযুক্তি দিবস (এনটিডি) হিসাবে পালন করে আসছে ভারতীয় সেনা। এই বছরও ১১ মে তারিখে জাতীয় প্রযুক্তি দিবস পালন করা হয়েছে। এই বছর এনটিডি'র থিম ছিল 'স্কুল টু স্টার্টআপস উদ্ভাবনের জন্য তরুণদের উদ্দীপনা'।

অসমের তেজপুরের ডিফেন্স রিসার্চ ল্যাবরেটরি (ডিআরএল) ডিআরডিওতে শুক্রবার জাতীয় প্রযুক্তি দিবসএর ২৫ তম বর্ষ উদযাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফোর কর্পস মুখ্য কার্যালয়ের মেজর জেনারেল ভিএসএম সিওএস দীনেশ হুডা। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করে ডিআরএল এর ডিরেক্টর দেবব্রত কম্বোজ জাতীয় প্রযুক্তি দিবসের তাৎপর্য বর্ণনা করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের নতুন উদ্ভাবনের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হতে উৎসাহিত করেছেন।

অন্যদিকে অনুষ্ঠানে ডিআরএল এর তেজপুরের বিজ্ঞানী ডঃ অঙ্কিত নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। উল্লেখ্য ডঃ অঙ্কিতের বিকল্প সালফার খাওয়ানোর কৌশলগুলির মাধ্যমে মুক্তার বাজরার জৈবদুর্গীকরণের সম্পর্কে বক্তব্যের জন্য তাকে প্রতিরক্ষা আর আর এন্ড ডি বিভাগের সচিব এবং ডিআরডিও চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে একটি প্রশংসাপত্র এবং পদক প্রদান করা হয়েছে। প্রসঙ্গত জাতীয় প্রযুক্তি দিবস ২০২৩ উপলক্ষে অসমের শোনিতপুর জেলার স্কুল ছাত্রদের মধ্যে গত ১০ মে বিজ্ঞান মডেল প্রতিযোগিতা এবং কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। পরীক্ষাগারের বিজ্ঞানীদের দ্বারা শিক্ষার্থীদের ডিআরডিও এবং ডিআরএল কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের বিস্তারিত জানানো হয়েছে। মুখ্য অতিথি মেজর জেনারেল ভিএসএম সিওএস দীনেশ হুডা শিক্ষার্থীদের গবেষণা ও উন্নয়নে ক্যারিয়ার গড়তে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে গভীর আগ্রহের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

পাঠকের চিঠি

শ্রীরামকৃষ্ণ ও নারী জাগরণ

আগেকার দিনে মেয়েদের কে দাসী রূপে দেখা হতো। ছেলে যখন বিয়ে করতে যেতো তখন তার মা বাবাকে বলতো, আমি তোমাদের জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি।মেয়েদের কাজ ছিলো ঘরের কাজ করা ও ছেলে উৎপাদন করা। আগেকার দিনে মেয়েরা লেখাপড়া করতে পারতো না,কোনো ধর্মস্থানে যেতে পারতো না,কোনো পূজা পাঠ বা ভগবানের নাম গান করতে পারতো না।তাই একদিন স্বামী বিবেকানন্দ দুঃখ করে বলেছিলেন, এ দেশ সকলের অধম কেন,না এখানে মেয়েদের কে অবমাননা করা হয় বলে।মেয়েদের কে কেবল মাত্র সন্তান উৎপাদনের মিশিন মাত্র মনে করা হয়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন থেকে আবির্ভূত হন সেদিন থেকে নারী জাগরণ শুরু হয়।শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম ব্যক্তি যিনি নারীদের সম্মান ফিরিয়ে আনলেন।নারীকে সম্মান দিলেন ও নারীকে পুজো করলেন।আমরা তার জীবনে দেখেছি তিনি ছোটো বেলায় ব্রাহ্মণের ছেলে হয়েও একজন কামারের মেয়ে ধনী কামারিণী কে ভিক্ষা মা করে সম্মান দিয়েছিলেন। সাধক জীবনে দেখি তিনি মা কালীর সাধনা করে মাতৃ শক্তি কে সম্মান দিয়েছিলেন।তিনি রানী রাসমণীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দক্ষিনেশ্বর কালী বাড়িতে পূজারী হয়ে নারীকে সম্মান দিয়েছিলেন।তিনি ভৈরবী ব্রাহ্মণী নামে একজন নারীকে তন্ত্র গুরু করে নারিকে বিশেষ সম্মান দিয়েছিলেন।তিনি নিজের ধর্ম পত্নী মা সারদামনি কে মায়ের আসনে বসিয়ে পুজো করে নারীকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছিলেন ও ইতিহাস তৈরি করেছিলেন। মানব ইতিহাসে এর আগে এই ঘটনা ঘটে নি।তিনি নারীকে ভোগ করেন নি তিনি নারীকে পুজো করেছিলেন।ঠাকুর রামকৃষ্ণ তার ধর্ম পত্নী সারদা মাকে তুই বলে কোনোদিন সম্বোধন করতেন না।একদিন ভুল করে তুই বলে ফেলেছিলেন তারজন্য তিনি মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন ও বার বার দুঃখ করেছিলেন।শ্রীরামকৃষ্ণ বারবনিতা নটি বিনোদিনী কে চৈতন্য হউক বলে আশীর্বাদ করেছিলেন ,তাকে নুতন জীবন দান করেছিলেন।শ্রীরামকৃষ্ণ মেয়েদের কে চিকের আড়াল থেকে বাইরে নিয়ে এসেছিলেন,ভগবানের নাম করার অনুমতি দিয়েছিলেন।এমন কি মেয়েদের কে সন্ন্যাস ধর্মেও দীক্ষিত করে ছিলেন গৌরি মা,যোগেশ্বরী মা আদি তার প্রমান।ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রায়ই কামিনী কাঞ্চনের কথা বলতেন।এর মানে তিনি নারী বিদ্বেষী ছিলেন না।কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের কথা ত্যাগী ভক্তদের বলতেন,যারা সাধু সন্ন্যাসী তাদের বলতেন।গৃহী ভক্তদের কে মনে ত্যাগ করার কথা বলতেন।কামিনী অর্থে কাম বা কামনা মেয়ে নয়।ঠাকুর রামকৃষ্ণ নারী জাতিকে যেভাবে মান,সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ বা অবতার দিতে পারেন নি।প্রকৃত পক্ষে নারী জাগরণের উদ্যক্তা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণই।

সুনীল কুমার দে,জামশেদপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

৩ বছরে ডাক্তার আর ৭ দিনে পুলিশ, মমতা ব্যানার্জীর প্রস্তাব 'অবাস্তব'

কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী তিন বছরের ডাক্তারি কোর্স আর সাত দিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে পুলিশে নিয়োগ করার যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তাকে অবাস্তব এবং অবৈজ্ঞানিক বলছেন চিকিৎসক আর পুলিশ কর্মকর্তারা। মমতা ব্যানার্জী নার্সদেরও প্রশিক্ষণ দিয়ে 'সেমি' ডাক্তার বানানো যায় কী না, তাও ভেবে দেখতে বলেছেন।

মমতা ব্যানার্জীর কথায়, পশ্চিমবঙ্গের হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসকের অভাব রয়েছে, তাই কম সময়ের কোর্স করিয়ে বা নার্সদের 'সেমি' ডাক্তার বানিয়ে কম জটিল রোগের চিকিৎসা এই ডিপ্লোমাধারী ডাক্তারদের দিয়ে করানো যায় কী না, সেটা ভেবে দেখা দরকার। এক প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন, লোকসংখ্যা বাড়ছে, হাসপাতাল বাড়ছে। ডাক্তারদের একটা ডিপ্লোমা কোর্স চালু করতে পারি কি না দেখব, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো।''

এদের মূলত গ্রামীণ সরকারী হাসপাতালগুলিতে কাজে লাগানো যেতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

আবার পুলিশে নিযুক্ত হওয়ার পরে যে ছয় মাসের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে, তাকে সাত দিনে নামিয়ে এনে তারপরেই থানায় পাঠানোর কথাও ভাবতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

''নার্সদের সংখ্যা কম থাকার জেরে সমস্যা হচ্ছে। নার্সিং কলেজ তৈরি করা হোক আরও। তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে লাগানো যেতে পারে। ১৫ দিনের প্রশিক্ষণই যথেষ্ট, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এও বলেন যে হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসকরা প্রেসক্রিপশন দিয়েই চলে যান, বাকি কাজটা করেন নার্সরাই। তাই তাদের প্রশিক্ষণ দিলে তারাও সাধারণ চিকিৎসাগুলো করতেই পারবেন, তবে এদের দিয়ে যে অপারেশন বা জটিল রোগের চিকিৎসা করানো হবে না, তাও জানিয়েছেন মিজ. ব্যানার্জী।

চিকিৎসক এবং নার্সদের নিয়ে প্রস্তাব দেওয়ার পরই রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব এনএস নিগমকে এই নিয়ে কমিটি তৈরি করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

কিন্তু কম সময়ের ডাক্তারি কোর্স বা নার্সদের পদোন্নতি দিয়ে 'সেমিডাক্তার' অথবার সাত দিনের প্রশিক্ষণে পুলিশ - এই সবগুলি প্রস্তাবেরই বিরোধিতার করছেন চিকিৎসক এবং পুলিশ মহল।

তারা এই প্রস্তাবগুলিকে অবাস্তব এবং অবৈজ্ঞানিক বলছেন।

মমতা ব্যানার্জী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৫টি সরকারী এবং একটি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ ছিল। সংখ্যাটা বেড়ে এখন হয়েছে ৩২। প্রায় সব জেলা হাসপাতালেকেই মেডিক্যাল কলেজ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চিকিৎসকরা বলেন বেশিরভাগ কলেজে চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ানোর পরিকাঠামো, যন্ত্রপাতি, শিক্ষকের অভাব আছে।

আবার বড় বড় ভবন তৈরি করে অনেক মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়া হয়েছে, কিন্তু সেখানে রয়েছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আর যন্ত্রপাতির অভাব।

পশ্চিমবঙ্গের সরকারী চিকিৎসকদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টর্সের সম্পাদক ড. মানস গুমটা বলছিলেন, তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্সের যে প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী এনেছেন, তার বিরোধিতার দুটো দিক আছে। প্রথমত, ভারতের ডাক্তারি শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে যে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন, তাদের স্বীকৃত একমাত্র কোর্স হল এমবিবিএস, যা পাঁচ বছরের

কোর্স। মডার্ন মেডিসিনের কোনও কোর্স এনএমসির অনুমোদন ছাড়া চালু করা যায় না। দ্বিতীয়ত মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসকের অভাবের যে প্রসঙ্গ এনেছেন, সেটাও সঠিক নয়।

আমাদের রাজ্যে ৩২টি মেডিক্যাল কলেজ আছে, যেখান থেকে প্রতিবছর ৪৮০০ জন ডাক্তার পাশ করে বেরোচ্ছেন। সমস্যাটা হচ্ছে তাদের নিয়োগ ঠিক ভাবে হয় না। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে যেমন ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা থাকে, ডাক্তারি পড়ুয়াদের জন্য সেসব হয় না। পাশ করে বেরনোর আগে ইন্টার্ন থাকার সময়েই যদি ডাক্তারেরা চাকরী পেয়ে যান, তাহলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আমাদের রাজ্যে গত সাত বছরের কোনও দাঁতের শল্য চিকিৎসক নিযুক্ত হন নি। গড়ে ২০০-৩০০ জন ডাক্তার নিযুক্ত হচ্ছেন এই রাজ্যে। তাই চিকিৎসকের অভাব নেই, বলছিলেন ড. গুমটা। তিনি বলছিলেন তিন বছরের ডিপ্লোমা করিয়ে গ্রামে পাঠালে সেটা মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হবে এবং রোগীদের জীবনের ঝুঁকিও তৈরি হবে।

পুলিশে নিয়োগের বিষয়ে মমতা ব্যানার্জী স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে আগামী তিন মাসের মধ্যে রাজ্য পুলিশে সব নিয়োগ শেষ করতে হবে। তিনি জানিয়েছেন, এত দিন ছয় মাস ধরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। এখন সাত দিন প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর তাঁদের থানায় পাঠান। সেখানে ফোর্স বাড়ান। মাসের মধ্যে ২১ দিন ফিল্ডে করানো হোক। সাত দিন অন্যান্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হোক।''

অবসরপ্রাপ্ত একাধিক পুলিশ কর্মকর্তা সাত দিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে পুলিশে নিয়োগ নিয়ে কিছু বলতে চান নি। তবে একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ছয় মাসের প্রশিক্ষণের অনেকগুলি বিষয় থাকে, সেখানে আইন পড়তে হয়, শারীরিক সক্ষমতা শেখানো হয়, অস্ত্র চালনা, তদন্ত করা ইত্যাদি শেখানো হয়। সব কিছু সাত দিনের মধ্যে কীভাবে সম্ভব! তিনি নিজের প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা দিয়ে বলছিলেন, আমাদের প্রতিদিন সকালে ১২ কিলোমিটার দৌড়তে হত। গুলি চালনার প্রশিক্ষণ হত। কীভাবে আইন শৃঙ্খলা সামলাতে হবে, তা শেখানো হয়। এই সবগুলোই আমাদের কর্মজীবনে অত্যন্ত জরুরী। মাত্র সাতদিন প্রশিক্ষণ দিয়ে থানায় ডিউটি করতে পাঠিয়ে দেওয়া হলে একজন নতুন নিযুক্ত পুলিশ কর্মী তো কিছু না জেনেই আইনরক্ষক হয়ে যাবেন। তিনি কী সঠিক ভাবে কাজ করতে পারবেন? প্রশ্ন ওই অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার।

ডিপ্লোমা কোর্স করে চিকিৎসক তৈরি বা নার্সদের প্রশিক্ষণ দিয়ে 'সেমি চিকিৎসক' গড়ার প্রস্তাব নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকরা মন্তব্য করতে চান নি। মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের এক মুখপাত্রও।

তবে দলটির অন্যতম মুখপাত্র অধ্যাপক মনোজিৎ মন্ডল বলছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন, সেটা যে প্রস্তাব, তা কিন্তু তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন। কমিটি হবে, বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়া হবে। তিনি এটাও বলেছেন যে ডিপ্লোমা পাশ করে যারা ডাক্তার হবেন, তারা অপারেশন বা কোনও জটিল রোগের চিকিৎসা করবেন না। তারা মূলত গ্রামের দিকে প্রাথমিক চিকিৎসা করবেন। সেখানে যে ডাক্তারের অভাব রয়েছে, তা তো সবারই জানা আছে।

প্রতি বছর প্রায় পাঁচ হাজার ডাক্তার পাশ করে বেরচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মেডিক্যাল কলেজগুলি থেকে বলে যে তথ্য চিকিৎসক সংগঠনগুলো দিচ্ছে, সেটাও সঠিক নয় বলে মন্তব্য অধ্যাপক মন্ডলের।

তিনি বলছিলেন, সবাই কী আর সরকারী চাকরী করতে যাচ্ছে? তাহলে এই সংখ্যক ডাক্তার সরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থায় আসতে পারেন বলাটা তো ঠিক নয়। আর যত ডাক্তার পাশ করে বেরচ্ছেন, তাদের অর্ধেকও যদি সরকারী চাকরীতে আসতেন, তাহলেও সেটা অপ্রতুলই হত। আসলে আমরা গ্রামের মানুষের প্রয়োজনটাই শহরে বসে বুঝতে পারি না। সেখানে সামান্য সর্দি, জ্বর, পেট খারাপের ওষুধের জন্যও তাদের শহরের হাসপাতালে আসতে হয়। কিন্তু যদি তিন বছরের কোর্স করে সেই সামান্য রোগের চিকিৎসাটা গ্রামেই হয়ে যায়, তাহলে তো গ্রামের মানুষেরই সুবিধা হবে। তবে, এটা এখনও পরামর্শই, এখনই তো আর কিছু সিদ্ধান্ত হয়ে যায় নি।

পুলিশে নিয়োগের জন্য সাত দিনের প্রশিক্ষণই যথেষ্ট কী না, সেটা পুলিশের কর্মকর্তারা নিশ্চই মুখ্যমন্ত্রীকে সঠিক পরামর্শ দেবেন বলেই আশা করেন অধ্যাপক মন্ডল।

ফের ৫ দিনের পুলিশ হেফাজত ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের

ডিএনএ পরীক্ষার জন্য এবার শিশু দুটির রক্তের নমুনা সংগ্রহ, মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সহকর্মী উৎপলা বোসের সন্ধানে পুলিশের ব্যাপক অভিযান

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ বিভিন্ন সময়ে গুয়াহাটি মহানগরের পানবাজার মহিলা থানার লকআপে বিভিন্ন অজুহাতে হলুস্থুল সৃষ্টি করা শিশু নির্যাতনকারী মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঙ্গীতা দত্ত আচমকা শান্ত হয়ে গেছেন। ঘন ঘন পুলিশের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হওয়া এবং পর মুহুর্তে সরি বলা এই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বর্তমান সম্পূর্ণ নীরব। ফলে অনায়াসে গতকাল তার ডিএনএ পরীক্ষার জন্য রক্তের নমুনা সংগ্রহ করাতে পেরেছে পুলিশ। তবে এবার নির্যাতনের বলি হওয়া ভুক্তভোগী দুই শিশুর ডিএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের ৫ দিনের হেফাজতের দিন শেষ হওয়ার পর তাকে শুক্রবার ফের আদালতে হাজির করিয়েছিল পুলিশ। অবশেষে পস্ক আদালত এই মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে ফের একবার ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন তাকে পস্ক আদালতে হাজির করানোর সময় ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষ সেখানে জড়ো হয়ে গেছিলেন। মূলত সঙ্গীতা দত্তকে প্রত্যেকে একবার স্বচক্ষে দেখার আগ্রহতা প্রকাশ করেছেন। একজন নারী হয়ে কিভাবে দুই দত্তক নেওয়া সন্তানকে বর্বর ভাবে শারীরিক অত্যাচার এবং যৌন নির্যাতন করতে পারেন সেটাই দেখতে চেয়েছিলেন আমজনতা। সঙ্গীতা দত্ত শুধুমাত্র মা নয়, নারী হওয়ার যোগ্য নয় বলে উপস্থিত মহিলারা মতামত ব্যক্ত করেছেন। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের সহকর্মী 'হিসাবে কর্মরত থাকা উৎপলা বোসের নামের এক যুবতী ইতিমধ্যে পলায়ন করেছেন। তাকে খুঁজে বের করার স্বার্থে তার ছোট ভাই তথা গুয়াহাটির এক সাংবাদিককে ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। কল রেকর্ড অনুযায়ী পলাতক এই যুবতী বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে রয়েছেন বলেও পুলিশ জানতে পেরেছে। ইতিমধ্যে এক্ষেত্রে পুলিশ সক্রিয় হয়ে ওঠে অভিযান শুরু করে দিয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই এই যুবতী পুলিশের কব্জায় চলে আসবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে এই যুবতী যেহেতু সারোগেসি কার্যকলাপে জড়িত ছিলেন ফলে তার থেকেই সঙ্গীতা দত্ত শিশু দুটিকে সংগ্রহ করেছিলেন বলে পুলিশ অনুমান করছে। তবে এই যুবতীর গ্রেফতারের পরেই আসল তথ্য প্রকাশ পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে শিশু নির্যাতনকারী ডাঃ সঙ্গীতা দত্ত বারংবার সুনিতা চাংকাকতির নাম উল্লেখ করেছেন। অবশেষে শিশু সুরক্ষা অধিকারী আযোগের সদ্য প্রাক্তন অধ্যক্ষা সুনিতা চাংকাকতি সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। তিনি বলেন ২০১৯ সালে ডাঃ ওয়ালিউল ইসলামের প্রথম স্ত্রী তার ১৩ বছরের কন্যা সন্তানকে নিয়ে ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে এসেছিলেন। সে সময় তিনি ডাঃ ওয়ালিউল ইসলামের সঙ্গেও কথা বলেছিলেন। তবে এই ডাক্তার তার ১৩ বছরের কন্যার বিরুদ্ধে যে ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন একজন বাবা হিসেবে কন্যার ক্ষেত্রে এইসব কথা সচরাচর বলা যায় না বলে মন্তব্য করেন সুনিতা চাংকাকতি। তিনি সঙ্গে জানান ডাঃ সঙ্গীতা দত্তকে দূর থেকে দেখলেও তার সঙ্গে কোনদিনও তার কথা হয়নি। অন্যদিকে ডাক্তার দম্পতির শারীরিক মানসিক নির্যাতনের বলি হওয়া ভুক্তভোগী শিশু দুটি বর্তমান ভালো রয়েছে বলে জানান তিনি। সুনিতা চাংকাকতি বলেন শিশুদের মনে যে কল্পনা চলছে সেটা বের করে আনার জন্য তাদের কাউন্সিলিংয়ের প্রযোজন। শিশুদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক নিরাপদ জায়গা তাদের বাড়ি এবং নিরাপত্তা দেওয়া দুই ব্যক্তি হলেন মা বাবা। কিন্তু এই দুটি শিশুর ক্ষেত্রে তাদের মাবাবার অত্যাচারের ফলে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাদের মনে রয়ে গেছে। মা বাবা বললে শিশু দুটির ধারণা অনুযায়ী দুইজন দানব হিসেবে তাদের মনে ছাপ পড়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে শিশু দুটির সেই ভয়ংকর স্মৃতি মুছে ফেলার জন্য তাদের সঠিক কাউন্সিলিংয়ের প্রযোজন হবে। ফলে সরকারকে এক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন শিশু সুরক্ষা অধিকারী আযোগের সদ্য প্রাক্তন অধ্যক্ষা সুনিতা চাংকাকতি।

সিউড়িতে উদ্ধার তাজা বোমা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) - গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার সকালে সিউড়ি একনং ব্লকের অন্তর্গত বাঁশজোড় ছাপরাতলা এলাকার ঝোপের মধ্যে মাটিতে পুঁতে রাখা অবস্থায় তিন ড্রাম তাজা বোমা উদ্ধার করলো সিউড়ি থানার পুলিশ । এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । সিআইডি বোম্ব স্কোয়াড বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

আগামী ৩১ মের মধ্যে নবম এবং দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের যাবতীয় পরীক্ষার নম্বর পোর্টেলে আপলোডের নির্দেশ সেবার

১৫ জুন এর মধ্যে নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নাম রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ চলিত বছর থেকে নতুন শিক্ষানীতি ২০২০ রাজ্যে রূপায়ণ করা হবে বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অবশেষে এক্ষেত্রে তৎপর হয়ে উঠেছে সেবা এবং এডুকেশন কাউন্সিল। এবার আগামী ৩১ মের মধ্যে নবম এবং দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের যাবতীয় পরীক্ষার নম্বর পোর্টেলে আপলোড করার জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়কে কঠোর নির্দেশ দিয়েছে বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সেবা)। তাছাড়া ১৫ জুনের মধ্যে নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নাম রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১৫ জুনে নাম রেজিস্ট্রেশন করার পরই আগামী ১৬ জুন থেকে ছাত্রছাত্রীরা স্পোকেনিং ইংলিশ পাঠ্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণে করার সুযোগ পাবে।

রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতি দেওয়ার ক্ষেত্রে অনবরত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা সেবা রাজ্যের বিদ্যালয় গুলোর জন্য এক নির্দেশ জারি করেছে। এই নির্দেশ অনুযায়ী সেবা বলেছে নতুন শিক্ষানীতি ২০২০ এর অধীনে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ের শ্রেণী কোঠার গতিবিধি এবং পরীক্ষার উপরে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। এই শিক্ষানীতির অধীনে বিভিন্ন পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইউনিট টেস্ট, হাফ ইয়ারলি এবং এনুয়াল পরীক্ষার নম্বর লিপিবদ্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের প্রতিটি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে এবার নবম এবং দশম শ্রেণীতে ইউনিট টেস্ট, হাফ ইয়ারলি এবং এনুয়াল পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীরা পাওয়া নম্বর পোর্টেলে সঠিকভাবে আপলোড করা প্রয়োজন।

ফলে নবম এবং দশম ছাত্রছাত্রীদের ইউনিট টেস্ট, হাফ ইয়ারলি এবং এনুয়াল পরীক্ষায় পাওয়ার নম্বর আপলোড করার জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়কে কঠোর নির্দেশ জারি করেছে সেবা। আগামী ৩১ মের মধ্যে ছাত্রছাত্রী নম্বর পোর্টেলে আপলোড করার জন্য নির্দেশ জারি করে সেবা বলেছে যদি এই সময়সীমার মধ্যে বিদ্যালয়গুলো পদক্ষেপ না নেয় তাহলে ছাত্রছাত্রীদের পরবর্তী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। তাছাড়া বিদ্যালয় গুলোকে ১৫ জুনের মধ্যে নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নাম রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১৫ জুনে নাম রেজিস্ট্রেশন করার পরই আগামী ১৬ জুন থেকে ছাত্রছাত্রীরা স্পোকেনিং ইংলিশ পাঠ্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণে করার সুযোগ পাবে বলে জানিয়েছে সেবা। স্পোকেন ইংলিশ মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা ১৬ জুন থেকে এই পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। যেকোনো ধরনের প্রযুক্তিগত সাহায্যের জন্য বিদ্যালয় গুলোকে ৮৭৫২৮৪৪০৩০ হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করতে বলেছে সেবা।

দেউচা পাঁচামী ক্লোল ব্লকের গ্রুপ ডি পদে পঁচিশজনকে নিয়োগপত্র প্রদান

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) - শনিবার সিউড়ি ডিএম অফিসে দেউচা পাঁচামী ক্লোল ব্লকের জমিদাতা পরিবারের পঁচিশজনের হাতে গ্রুপ ডি পদে নিযোগপত্র তুলে দিলেন জেলাশাসক বিধান রায় । জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর মানবিক প্যাকেজ অনুযায়ী দেউচা পাঁচামী ক্লোল ব্লকে যারা জমিদাতা তাদের মনোনীত প্রার্থীরা চাকরি পাচ্ছে । অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত যারা পাশ করেন নি তাদেরকে চতুর্থ শ্রেণী গ্রুপ ডি পদে নিযোগপত্র তুলে দিলাম । আজ পঁচিশজনের হাতে গ্রুপ ডি পদে নিযোগপত্র তুলে দিলাম । পয়লা জানুয়ারি ২০২২ অনুযায়ী যাদের আঠারোবছর বয়স পূর্ণ হয় নি রিক্রুটমেঃট রুল অনুযায়ী সেইরকম কিছু বিষয় আটকে আছে সেটা খুব তাড়াতাড়ি রিক্রুটমেন্ট রুল সংশোধন মোটিফাই করে সেগুলোকে আবার নিযোগপত্র তুলে দেবো । আগামীদিনে আরো চাকরি দেবো । এরআগে প্রায় ছয়শোজন জুনিয়র কনস্টেবল পদে নিযোগপত্র পেয়ে যোগদান করেছিল । চাকরি প্রাপক আব্দুর রহমান বলে, খুব ভালো লাগছে । খুব দ্রুত শিল্পের কাজ শুরু হোক । যারা শিল্পের বিরোধিতা করছে তারা বহিরাগত । অতিরিক্ত জেলাশাসক জেলাপরিষদ কৌশিক সিনহা,জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অরিত্র চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন ।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের দুই বছরে দুর্নীতির অপরাধে ১০৭ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ভিজিলেন্সের

এক কোটি ৫৬ লক্ষ ৮১ হাজার ২৩৫ টাকা জব্দ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসম সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দুই বছরের যাবতীয় পদক্ষেপ এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন। এবার এই দুই বছরে ভিজিলেন্স এবং এন্টি করাপশন বিভাগের যাবতীয় গতিবিধির খতিয়ান পাওয়া গেছে। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের দুই বছরে দুর্নীতির অপরাধে ১০৭ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে ভিজিলেন্স এন্টি করাপশন বিভাগ। এই তালিকায় ৪১ জন সরকারি অফিসারের নাম রয়েছে। প্রত্যেককেই ইতিমধ্যে আদালতে হাজির করিয়েছে তদন্তকারী দল। মূলত ২০২১ সালের ১০ মে থেকে ২০২৩ সালের ১০ মে পর্যন্ত এই তথ্য জারি করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে একাধিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি মন্ত্রীরাও গত দুই বছরে নিজেদের কাজের খতিয়ান তুলে ধরার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তবে সরকারের নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং গতানুগতিক প্রশাসনিক কাজকর্মের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর ভিজিলেন্স এবং এন্টি করাপশন বিভাগ সমানভাবে তৎপর হয়ে থাকতে দেখা গেছে। সরকারি অফিসার এবং কর্মচারীরা দুর্নীতির অপরাধে নিয়মিতভাবে ভিজিলেন্সের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। ২০২১ সালের ১০ মে থেকে ২০২৩ সালের ১০ মে পর্যন্ত ভিজিলেন্স এবং এন্টি করাপশন বিভাগ দুর্নীতির ক্ষেত্রে ৮৯ টি সফল অভিযান সম্পন্ন করেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দুই বছরের এই সময়সীমায় ভিজিলেন্স এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ বিভাগ মোট ১০৭ জনকে গ্রেফতার করেছে। এরমধ্যে ১০০ জন সরকারি কর্মচারী। এই ১০০ জনের মধ্যে আবার ৪১ জন সরকারি আমলা। আবার ৪১ জনের মধ্যে ২১ জন গেজেটেড অফিসার রয়েছেন। ২০২১ সালের ১০ মে থেকে ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৩ জন ব্যক্তি গ্রেফতার হয়েছেন ২০২২ সালে ৫৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একইভাবে ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১০ মে পর্যন্ত মোট ৩৬ জনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে ভিজিলেন্স এবং এন্টি করাপশন বিভাগ। এই সময়সীমার মধ্যে ৫০ টি গ্রেফতার অভিযানের মামলা প্রসঙ্গে ৪৩ টি চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। অর্থাৎ গ্রেফতার অনুযায়ী চার্জশিট দাখিল হয়েছে ৯৫.৫ শতাংশ।

তাছাড়া ভবিষ্যতে যেকোনো ধরনের দুর্নীতির মামলার তথ্য অবগত করানোর জন্য ভিজিলেন্স এবং এন্টি করাপশন বিভাগ বেশ কয়েকটি টেলিফোন নাম্বার এবং ইমেইল আইডি প্রকাশ করেছে। যেকোনো ধরনের দুর্নীতির তথ্য তথা অভিযোগ দাখিল করার জন্য ২৪ খ ৭ সময়ে উপলব্ধ কন্ট্রোলরুমের নাম্বার ০৩৬১-২৪৬২২৯৫, টোল ফ্রি নাম্বার ১৮০০৩৪৫৩৭৬৭, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ৬০২৬৯০১২৪৩, ইমেল আইডি complaints. vacgmail.com, টুইটার হ্যান্ডেল DIRVACASSAM, ইনস্টাগ্রাম dirvacassam এ যোগাযোগ করার অনুরোধ জানিয়েছে ভিজিলেন্স এবং এন্টি করাপশন বিভাগ।

পাকিস্তানের নতুন প্রধান কোচ ব্র্যাডবার্ন

ইসলামাবাদ (ওয়েবডেস্ক) ঃ পাকিস্তান পুরুষ দলের নতুন প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন গ্র্যাণ্ট ব্র্যাডবার্ন। দুই বছরের জন্য নিউজিল্যান্ডের এই কোচকে নিয়োগ দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এর আগে সদ্য শেষ হওয়া নিউজিল্যান্ড সিরিজে ভারপ্রাপ্ত কোচ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন ব্র্যাডবার্ন। সেই সিরিজে বাবর আজমের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান দল ৪-১ ব্যবধানে হারায় নিউজিল্যান্ডকে। তখন কিছু সময়ের জন্য আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষেও উঠে আসে পাকিস্তান। এর আগে দুই দলের পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ড্র হয় ২-২ ব্যবধানে।

এর আগে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে ব্র্যাডবার্নকে ফিল্ডিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেয় পাকিস্তান দল। ২০২০ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন এই কিউই কোচ। এরপর তিনি কাজ করেন লাহোরের ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমিতে। আর এবার পেলেন প্রধান কোচের দায়িত্ব। এ নিয়ে দ্বিতীয় কোনো জাতীয় দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব পালন করবেন ব্র্যাডবার্ন। ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত স্কটল্যান্ডের প্রধান কোচের দায়িত্ব পালন করেছিলেন এই কিউই কোচ। দায়িত্ব পাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় ব্র্যাডবার্ন বলেছেন, 'দারুণ প্রতিভাবান এবং দক্ষতাসম্পন্ন পাকিস্তান দলের প্রধান কোচ হিসেবে কাজ করতে পারা আমার জন্য দারুণ সম্মানের।' ব্র্যাডবার্নকে নিয়োগ দেওয়া প্রসঙ্গে পিসিবির সভাপতি নাজাম শেঠি বলেছেন, 'গ্র্যান্ট ব্র্যাডবার্নকে আমাদের পুরুষদের দলের কোচ নিয়োগ দিতে পেরে আমি আনন্দিত। ব্র্যাডবার্ন অভিজ্ঞতার ভান্ডার নিয়ে দলের সঙ্গে যুক্ত হবেন। আমাদের পুরুষ দলের সঙ্গে এবং ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমির সঙ্গে আগের কাজের অভিজ্ঞতার কারণে সে আমাদের ক্রিকেট-সংস্কৃতি এবং দর্শনকে ভালোভাবে বুঝতে পারে। আর দলকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সে যোগ্য ব্যক্তি।' ব্র্যাডবার্নের অভিজ্ঞতা পাকিস্তান দলকে সমৃদ্ধ করবে জানিয়ে পিসিবি সভাপতি বলেছেন, 'মিকি আর্থারকে টিম ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর ব্র্যাডবার্নকে নিয়ে আসা আমাদের যোগ্য কোচিং প্যানেল গড়ার যে প্রচেষ্টা, তাকে আরেক ধাপ এগিয়ে নেবে। আমাদের খেলোয়াড়েরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হবে এবং তিন সংস্করণেই বিশ্ব ক্রিকেটে আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে।'

নাজমুলের 'উড়ন্ত চুমু'র প্রাপক কে

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ নাজমুল হোসেন তখন ৯৯ রানে ব্যাট করছিলেন। জর্জ ডকরেলের খাটো লেংথের বলটা অফ স্টাম্পের বাইরে থেকে টেনে মিডউইকেটে খেলেই দৌড়ালেন। প্রান্ত বদলের সঙ্গে সঙ্গে সেঞ্চুরি হয়ে গেলেও উদ্‌যাপন করেননি। আরেকটি রান চুরির সুযোগ ছিল। লক্ষ্য যেহেতু ৩২০, দলের জন্য ১টি রান কত গুরুত্বপূর্ণ, তা ক্রিকেটারমাত্রই জানেন। নাজমুল তাই উদ্‌যাপন করলেন দ্বিতীয় রানটি নেওয়ার পর। দৃশ্যটা এমন অসাধারণ কিছু নয়। কিন্তু একটু গভীরে তাকালে জিদের মোড়কবন্দী অসাধারণ একটি বিষয় টের পাওয়া যায়। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে কাল নাজমুলের প্রথম ওয়ানডে সেঞ্চুরিটি ছিল দলের জন্য খেলা ইনিংস। হ্যাঁ, সবাই দলের জন্য খেলতেই নামেন। তবু 'দলের জন্য খেলা ইনিংস' নাজমুলের ক্ষেত্রে আলাদা করে বলার কারণ আছে। গত চার-পাঁচ বছরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের মধ্যে নাজমুলই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি তির্যক রসিকতা কিংবা কটু কথার স্বীকার হয়েছেন। সে জন্য আমজনতাকে দোষ দেওয়া যায় না। ধারাবাহিকভাবে অধারাবাহিক হয়ে উঠলে কে মুখ বন্ধ রাখবে! নাজমুল দলের জন্য খেলবেন কি, নিজের ক্যারিয়ার বাঁচানোর রানও তো করতে পারছেন না-ব্যাটিংয়ে দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে নামা ব্যাটসম্যানটিকে নিয়ে এমন কথা কম হয়নি। সেই ব্যাটসম্যানটিই যখন সেঞ্চুরির নিশ্বাস দূরত্বে গিয়েও দলের কথা ভাবেন, তখন কি অসাধারণ কিছু মনে হয় না! সেটা অবশ্য মনে হওয়ার ব্যাপার। চোখের সামনে তো আর দেখা যায়নি। কয়েক সেকেন্ড পর যা দেখা গেল, সেটাও অসাধারণ। দ্বিতীয় রানটি নিয়ে ক্রিজ পার হতে না হতেই শূন্যে দুবার লাফ দিলেন নাজমুল। দুবারই বাতাসে কাকে যেন ঘুষি মারলেন! এরপর ব্যাটটাকে পরিবাহী বানিয়ে উড়ন্ত চুমু। সংবাদ সম্মেলনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এই চুমু কার প্রতি? উত্তরে নাজমুল যেন সামনে পা নিয়ে 'ডেড' ডিফেন্স খেললেন হাসতে হাসতে, 'এটা বলা যাবে না।'

মেসির মুখোমুখি হওয়ার 'ভীতিকর' অভিজ্ঞতার গল্প শোনালেন ডাচ ডিফেন্ডার

প্যারিস ঃ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচটিতে ভিন্ন এক রূপে দেখা গিয়েছিল আর্জেন্টাইন অধিনায়ক লিওনেল মেসিকে। শান্ত মেজাজের মেসি সেদিন রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছিলেন। আর মেসির মেজাজ হারানোর সে রাতে ম্যাচটাও হয়ে উঠেছিল পাগলাটে। সেই ম্যাচে রেফারিকে কার্ড বের করতে হয়েছিল ১৮ বার। সেদিন ডাচ কোচ লুইস ফন গালকে উদ্দেশ করে উদ্দাম উদ্‌যাপন আর ম্যাচ শেষে এক ডাচ খেলোয়াড়কে বকা দিয়ে খবরের শিরোনাম হন মেসি।

সেদিন মেসির এমন আচরণই শুধু নয়, মাঠেও তাঁকে সামলাতে গিয়ে নাকাল হয়েছিলেন ডাচ ফুটবলাররা। নাহুয়েল মলিনার গোলে মেসির দেওয়া পাসটি ছিল অনেক দিন মনে রাখার মতো। পরে পেনাল্টি থেকে নিজেও একটি গোল করেন। এবার বিশ্বকাপের সেই ম্যাচের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন ডাচ ডিফেন্ডার জুরিয়েন টিম্বার। বলেছেন, সেদিন মেসির মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল ভীতিকর।

নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সেই ম্যাচে ৭৩ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। তবে ৮৩ মিনিট ও যোগ করা সময়ের দুই গোলে সমতা ফেরান নেদারল্যান্ডসের ভাউট ভেগহোর্স্ট। এরপর অতিরিক্ত সময়েও আর কোনো গোল না হলে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে ডাচদের ৪-৩ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে আর্জেন্টিনা।

রুদ্ধশ্বাস সেই ম্যাচে মেসির মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে আয়াক্সের ২১ বছর বয়সী ডিফেন্ডার টিম্বার বলেছেন, 'বিশ্বকাপে মেসির মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা? মেসি ভীতিকর ছিলেন।'

মেসি কোন জায়গায় অন্যদের চেয়ে আলাদা, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন টিম্বার, 'দেখা গেল, মেসি একটি বাজে পাস পেয়েছেন। আপনি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে চাপে ফেলে তাঁর কাছ থেকে সেটি কেড়ে নিতে চাইলেন। কিন্তু প্রথম স্পর্শেই মেসি সেই বাজে পাসটিকে ভালো করে ফেলতে পারেন। মুহূর্তের মধ্যে বল পুরোপুরি তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এটা অবিশ্বাস্য।'

টেন্ডুলকারের ছবি ব্যবহার করে মেদ কমানোর পণ্যের বিজ্ঞাপন, সাইবার পুলিশে মামলা

মুম্বাইঃ কোনোটি মেদ পোড়ানোর স্প্রে, কোনোটি আবার মেদ গলানোর। আছে 'বেলি বার্নার' তেলও। মেদ কমানোর এ সব পণ্যের স্থিরচিত্রে মডেল হয়েছেন শচীন টেন্ডুলকার। শুধু ছবিতেই নয়, ইনস্টাগ্রামে একটি অডিও বিজ্ঞাপনে কণ্ঠও দিয়েছেন ভারতের ক্রিকেট কিংবদন্তি। কোম্পানির ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখা গেল, তাদের 'বিশেষজ্ঞ দলে'ও আছেন টেন্ডুলকার। পণ্যগুলোর সঙ্গে আকর্ষণীয় উপহার হিসেবে আছে টেন্ডুলকারের সই করা বিশেষ টি-শার্ট। শচীন টেন্ডুলকারের নাম, ছবিকে সামনে রেখে এভাবেই ব্যবসা করে আসছিল মুম্বাইয়ের একটি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ভারতের ক্রিকেট কিংবদন্তি কোম্পানিটির সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত নন। বিষয়টি নজরে আসার পর সাইবার পুলিশের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছেন শচীনের ব্যক্তিগত সহকারী রমেশ পারধে। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগ সত্যতা পেয়ে কোম্পানি সংশ্লিষ্ট এক অজ্ঞাত ব্যক্তির নামে 'প্রতারণা, জালিয়াতি ও সম্মানহানি'র দায়ে মামলা নথিভুক্ত করেছে বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স সাইবার পুলিশ। গত ৫ মে ফেসবুকে শচীনের নামে পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখার কথা উল্লেখ করে পারধে অভিযোগের বিবরণে লিখেছেন, 'বেলি বার্নার তেলের বিজ্ঞাপনে শুধু ছবিই ব্যবহার করা হয়নি, শচীন টেন্ডুলকার রিকমেন্ডেডও লেখা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের লিংকে ক্লিক করার পর শায়লা হেলথ নামে একটি কোম্পানির সাইট চলে আসে। আমি কোম্পানিটির ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টও খুঁজে দেখি।'

পারধে জানান, কোম্পানির ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে এমন এক বিজ্ঞাপন দেখতে পান, যেখানে টেন্ডুলকারের নকল কণ্ঠে পণ্যের প্রচারণা করা হচ্ছিল। কোম্পানির ওয়েবসাইটে পণ্যের তালিকায় শচীনের ছবি আছে, সঙ্গে মেদ গলানোর স্প্রের বিবরণ। এ বিষয়ে আরও খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে একই কোম্পানির আরেকটি ওয়েবসাইটের খোঁজ পাওয়া যায় বলে লিখেছেন পারধে। তিনি জানান, দ্বিতীয় সাইটটিতেও শচীনের নাম ও ছবি ব্যবহার করা হয়েছে, শচীন পণ্যগুলো ব্যবহারের পরামর্শও নাকি দিয়েছেন। একটি বিজ্ঞাপনে আছে, পণ্যটি কিনলে টেন্ডুলকারের সই করা টি-শার্ট উপহার দেওয়া হবে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্থান টাইমস অভিযুক্ত কোম্পানিটির ওয়েবসাইট খুঁজে দেখেছে। সাইটে কোম্পানিটির 'আমাদের সম্পর্কে' অংশে দাবি করা হয়, তাদের বিশেষজ্ঞ দলে শচীন যুক্ত আছেন। 'শচীন হেলথ অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রাম' নামের একটি রেফারেল প্রোগ্রামও চালু আছে। আর প্রতিটি পণ্যের সঙ্গে আছে শচীনের ছবি।

মহারাষ্ট্র পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (সাইবার) বালসিং রাজপুত কোম্পানিটির সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে জানিয়ে বলেন, 'এই পণ্যগুলোর সঙ্গে শচীন কোনোভাবেই জড়িত নন। কোম্পানিটি শুধু শচীনের সুনামেরই অপব্যবহার করছে না, গ্রাহকদের সঙ্গেও প্রতারণা করছে।' প্রতারকদের কাছ থেকে সাবধান থাকতে ভক্ত-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে শচীন রমেশ টেন্ডুলকার স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। যা গতকাল টেন্ডুলকারের ভেরিফায়েড টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ারও করা হয়।

আমেরিকা কেন চাঁদে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতে চেয়েছিল?

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ ১৯৫০ এর দশকে, ইউএসএসআর বা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন মহাকাশ জয়ের দৌড়ে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা একটি অদ্ভুত পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। সেটি হচ্ছে, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভয় দেখানোর জন্য চন্দ্রপৃষ্ঠে পরমাণু হামলা।

এর পরে ১৯৬৯ সালে মহাকাশচারী নিল আর্মস্ট্রং যখন চন্দ্রপৃষ্ঠে তার পদচিহ্ন এঁকে দিয়েছিলেন সেটি নিঃসন্দেহে ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্তগুলোর মধ্যে একটি।

কিন্তু যে চাঁদে আর্মস্ট্রং পা রেখেছিলেন সেখানে যদি বিশালাকার গর্ত আর পরমাণু বোমার বিষাক্ততায় পরিপূর্ণ থাকতো তাহলে কেমন হতো?

চাঁদ নিয়ে গবেষণা ‑ যার নাম 'লুনার রিসার্চ ফ্লাইট ভলিউম ১' সেটি প্রথমবার পড়তে গেলে মনে হবে যে এটি একেবারেই আমলাতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ। যে ধরণের কাগজপত্র সাধারণত সহজেই নজর এড়িয়ে যায়। আর এটাই ছিল সম্ভবত মূল উদ্দেশ্য।

তবে যাই হোক মলাটের দিকে নজর দিলে তা একটু আলাদাই মনে হয়।

এর কেন্দ্রের দিকে একটি ঢালের চিত্র খচিত। যাতে একটি পরমাণু, একটি বোমা এবং একটি মাশরুমের মতো মেঘের প্রতীক রয়েছে। এটি আসলে নিউ মেক্সিকোতে অবস্থিত কির্টল্যান্ড বিমান ঘাটিতে থাকা বিমান বাহিনীর বিশেষ অস্ত্রগার কেন্দ্রের প্রতীক। এই ঘাটিটি পারমানবিক অস্ত্র তৈরি ও পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

একদম নিচের দিকে লেখকের নাম উল্লেখ রয়েছে এল রেইফেল বা লেনার্ড রেইফেল যিনি আমেরিকার বিখ্যাত পারমানবিক পদার্থবিদ। তিনি কাজ করতেন এনরিকো ফার্মির সাথে। এনরিকো ফার্মি ছিলেন বিশ্বের প্রথম পারমানবিক রিঅ্যাকটর বা পারমানবিক চুল্লীর নির্মাতা যাকে পারমানবিক বোমার স্থপতি বলা হয়।

প্রজেক্ট এওয়ানওয়াননাইন বা এ১১৯ নামে পরিচিত এই প্রকল্পটি ছিল চন্দ্রপৃষ্ঠে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের একটি অতিগোপনীয় প্রস্তাব। ১৯৪৫ সালে হিরোশিমায় যে পারমানবিক বোমা ফেলা হয়েছিল, হাইড্রোজেন বোমা তার চেয়ে আরো অনেক বেশি বিধ্বংসী। একই সাথে এটি ছিল সে সময়ে নকশা করা পারমানবিক বোমার মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক সংযোজন।

বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাদের কাছ থেকে 'দ্রুত বাস্তবায়নের' নির্দেশ পাওয়া এই প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে ১৯৫৮ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে রেইফেল অনেকগুলো প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন।

অবিশ্বাস্যভাবে একজন বিজ্ঞানী এই ভয়ংকর পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন ভবিষ্যতের স্বপ্নদর্শী হিসেবে পরিচিত কার্ল সেগান। বাস্তবে এই প্রকল্পের অস্তিত্ব জানা গিয়েছিল ১৯৯০ এর দশকে। কারণ, মি. সেগান একটি অভিজাত বিশ্ববিদ্যালয়ে করা তার আবেদনে এর উল্লেখ করেছিলেন।

যদিও এটি চাঁদ সম্পর্কিত কিছু প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে, কিন্তু প্রজেক্ট এ১১৯ মূল উদ্দেশ্য ছিল শক্তি প্রদর্শন। বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটার কথা ছিল টার্মিনেটর লাইন নামে একটি রেখায়। এটি চাঁদের আলোকিত ও অন্ধকার অংশের সীমান্ত রেখা।

এর উদ্দেশ্য ছিল আলোর উজ্জ্বল ঝলকানি তৈরি করা যাতে এটি যে কেউ বিশেষ করে ক্রেমলিন থেকে, যে কেউ খালি চোখে দেখতে পারে। বায়ুমণ্ডল না থাকার মানে হচ্ছে, সেখানে কোন মাশরুমের মতো মেঘ তৈরি হবে না।

এই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা প্রস্তাবের একটি মাত্র বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা রয়েছে এবং এটির প্রতি

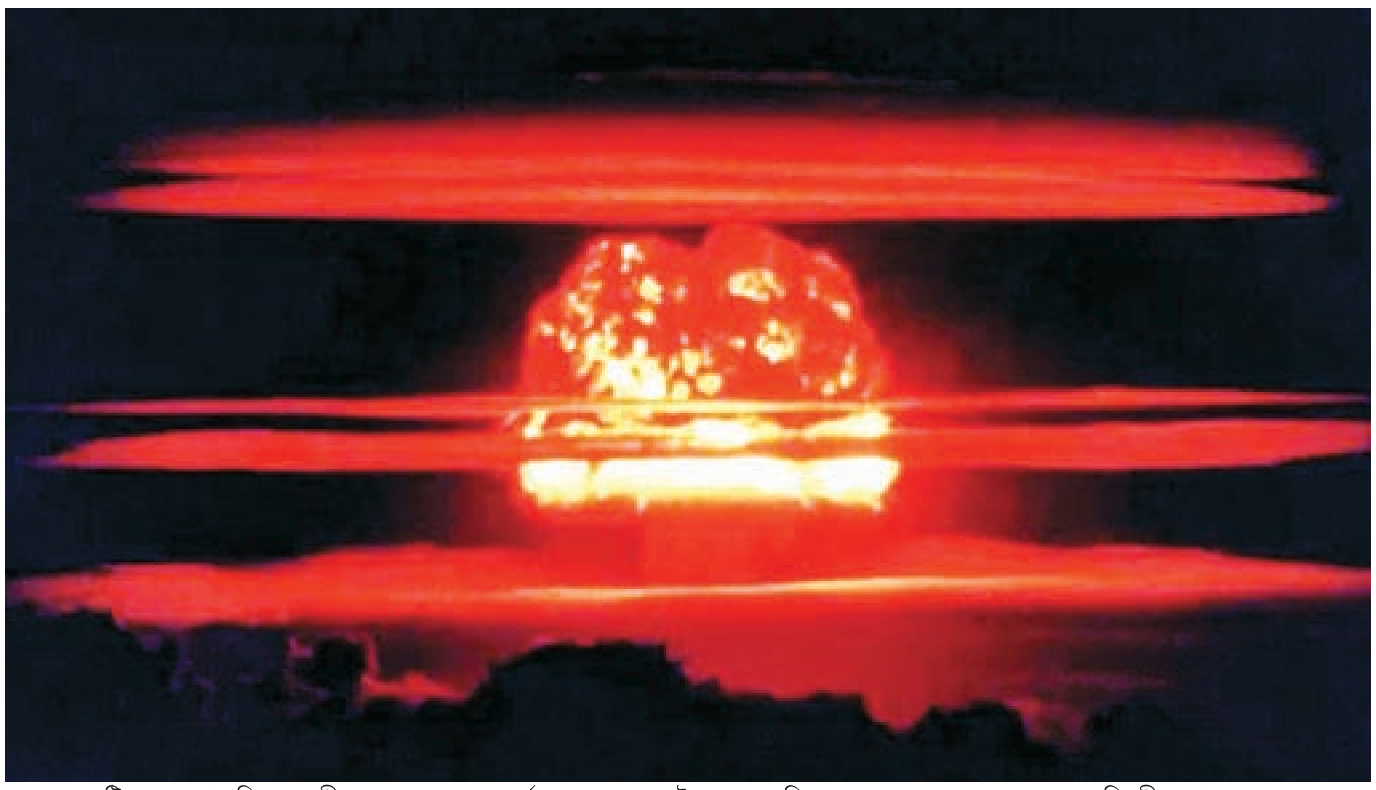

আগ্রহ সৃষ্টির কারণ নিরাপত্তাহীনতা এবং হতাশার মধ্যে নিহিত।

১৯৫০ এর দশকে আমেরিকা স্নায়ু যুদ্ধে জয় পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিলো না। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক এবং জনপ্রিয় মতবাদগুলোর মধ্যে প্রচলিত ছিল যে, পরমাণু অস্ত্রাগার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমেরিকার চেয়ে এগিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন, বিশেষ করে এসব অস্ত্রের উন্নয়ন, সংখ্যা, পারমানবিক বোম্বার এবং পারমানবিক ক্ষেপনাস্ত্রের ক্ষেত্রেও এগিয়ে রাশিয়া।

১৯৫২ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রথমবার হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। তিন বছর পর সোভিয়েতরা তাদের নিজস্ব বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওয়াশিংটনের তাক লাগিয়ে দেয়। ১৯৫৭ সালে তারা আরো একধাপ এগিয়ে যায়, স্পুটনিক ১ উৎক্ষেপন করে মহাকাশ জয়ের দৌড়ে নেতৃস্থানে চলে যায়। স্পুটনিক ১ ছিল কক্ষপথে পাঠানো বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ।

আমেরিকার জন্য আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপনাস্ত্রের করে স্পুটনিকের উৎক্ষেপন এবং কৃত্রিম চন্দ্র উৎক্ষেপনের মার্কিন নিজস্ব প্রচেষ্টা বিশালাকার বিস্ফোরণের মাধ্যমে ব্যর্থ হওয়া কোনটিই স্বস্তিদায়ক ছিল না। ভ্যানগার্ড নামে তাদের প্রথম রকেটটি যেভাবে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল তার চিত্র ধারণ করে পুরো বিশ্বে দেখানো হয়েছিল। সেসময় ব্রিটিশ একটি সংবাদ শিরোনাম ছিল অনেকটা চাঁচাছোলা ভ্যানগার্ড ব্যর্থ হয়েছে....প্রকৃতপক্ষেই একটি বড় ধাক্কা...মর্যাদা আর প্রোপাগান্ডার দুনিয়ায়...

সেসময় হঠাৎ করেই যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলগামী শিশুদের বিখ্যাত ডাক এন্ড কাভার নামে তথ্যচিত্র দেখানো হতো, যেখানে বার্ট নামে একটি এনিমেটেড কচ্ছপ চরিত্র শিশুদের শেখাতো যে পারমানবিক হামলা হলে কী কী করতে হবে।

একই বছরের পরের দিকে, একজন জ্যেষ্ঠ গোয়েন্দা সূত্রের বরাত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রগুলো(দ্য ডেইল টাইমস, নিউ ফিলাডেলফিয়া, ওহাইয়ো) প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে বলা হয় যে, সোভিয়েতরা ৭ই নভেম্বর তাদের বিপ্লবের বর্ষপূর্তীতে চাঁদে হাইড্রোজেন বোমা নিক্ষেপ করবে। এর পরের প্রতিবেদনগুলোতে বলা হয় যে, সোভিয়েতরা সম্ভবত এরইমধ্যে আমাদের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশীর উপর পরমাণু অস্ত্রসমৃদ্ধ রকেট নিক্ষেপের পরিকল্পনা করছে।

স্নায়ুযুদ্ধ সম্পর্কিত গুজবগুলোর মতোই এই প্রতিবেদনের উৎস পাওয়াটা সম্ভব ছিল না।

আশ্চর্য্যজনকভাবে, এই ভয় সোভিয়েতদেরকে তাদের পরিকল্পনা তৈরি করতে উৎসাহিত করে। কোডনেমড ইফোর নামে তাদের একটি পরিকল্পনা হুবহু আমেরিকানদের নকল করে তৈরি করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে অবশ্য সোভিয়েতরা আশঙ্কা থেকে তা নাকোচও করেছিল। তাদের আশঙ্কা ছিল যে, উৎক্ষেপন ব্যর্থ হলে বোমা সোভিয়েত মাটিতেই আঘাত হানবে। এই আশঙ্কার বর্ণনা তারা অত্যন্ত অনাকাঙ্ক্ষিত আন্তর্জাতিক ঘটনা হিসেবে প্রকাশ করেছিল।

তারা হয়তো খুব সাধারণভাবেই অনুধাবন করেছিল যে, চাঁদে অবতরণ করা এর চেয়ে বড় পুরস্কার হয়ে উঠবে।

কিন্তু প্রজেক্ট এ১১৯ কাজ করেছিল।

২০০০ সালে রেইফেল এনিয়ে কথা বলেছিলেন। তিনি নিশ্চিত করেন যে, এটা প্রযুক্তিগতভাবে সম্ভব ছিল এবং পৃথিবী থেকেই বিস্ফোরণটি দেখা যেতো।

বিজ্ঞানীদের উদ্বেগ সত্ত্বেও চাঁদের পরিবেশের আদি অবস্থা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর মাথাব্যথা ছিল না।

প্রজেক্ট এ১১৯ ছিল সেসময় স্পুটনিকের বিপরীতে ভেসে বেড়ানো অনেকগুলো পরিকল্পনার একটি, বলেন অ্যালেক্স ওয়েলারস্টেইন যিনি বিজ্ঞান ও পরমাণু বিষয়ক ইতিহাসবিদ। এসব পরিকল্পনার মধ্যে ছিল স্পুটনিক গুলি করে নামানো, যা ছিল খুবই বিরক্তিকর। এগুলোকে স্টান্ট হিসেবে দেখা হতো...যা মানুষকে মুগ্ধ করার জন্য নকশা করা হয়েছিল।

পরে তারা যা করেছিল সেটি হচ্ছে নিজেদের স্যাটেলাইট পাঠিয়েছিল, যদিও এটা বেশ সময় নিয়েছিল, কিন্তু তারা এই প্রকল্প যেকোনভাবেই হোক না কেন গুরুত্ব সহকারে চালিয়ে যাচ্ছিল, অন্তত ১৯৫০ এর দশকের শেষ পর্যন্ত।

তখন এটি ছিল আমেরিকার মনোজগতের বেশ আকর্ষণীয় চিন্তা। এই তাড়না তাদেরকে এমন একটি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত করেছিল যা থেকে খুব প্রশংসনীয় কিছু তৈরি হয়েছিল। আমার মনে হয়, এক্ষেত্রে প্রশংসনীয় এবং ভয়ংকর এই দুটো ধারণা পরস্পরের খুব কাছাকাছি ছিল।

তবে তিনি এটা নিশ্চিত নন যে, কমিউনিস্ট বিরোধী চিন্তাচেতনা পারমানবিক পদার্থবিদকে এই প্রকল্পে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো কিনা। এসব পদে যারা থাকেন তারা সম্ভবত অনেক ক্ষেত্রে নিজ থেকেই যোগ দেন, কিনি বলেন। এ ধরণের কাজ করতে তাদের কোন আপত্তি থাকে না। আর তারা যদি ভীত থাকে তাহলে তারা আরো অনেক বেশি কিছু করে। স্নায়ুযুদ্ধে অনেক বিজ্ঞানীই এ ধরণের কাজ করেছেন তারা বলতেন যে পদার্থবিদ্যাকে অনেক বেশি রাজনীতিকীকরণ করা হয়েছে।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে এ ধরণের আরো আত্মউপলব্ধি পাওয়া যায়।

প্রজেক্ট এ১১৯ আমার কাছে দ্য সিম্পসনের ওই ঘটনার মতো মনে হয় যখন লিসা তার দেয়ালে নেলসনের 'নিউ দ্য হোয়েলসের' পোস্টার দেখতে পায়, বলেন ব্লেডিন বাওয়েন যিনি মহাশূণ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ। এবং সে বলে যে, 'বেশ, তোমাকেও কিছু একটা তৈরি করতে হবে।'

এগুলো গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ছিল, কিন্তু স্পেস কমিউনিটি থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর তারা এ বিষয়ে কোন তহবিল বা মনোযোগ কোনটিই পাননি। এটা ছিল ৫০ এর দশকের শেষের দিক ও ৬০ এর দশকের শুরুর দিকের মহাকাশ নিয়ে বিপুল আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার আগে কেউ জানতোই না যে, মহাকাশযুগ আসলে কোন দিকে যাচ্ছে, তিনি বলেন।

সেই চন্দ্র হিস্টেরিয়ার মতো পরিস্থিতি যদি আবার তৈরি হতে থাকে তাহলে তা আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত আইনের পরিপন্থী হবে বলে বিশ্বের প্রায় সব দেশই সম্মত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ঐক্যমতের পরও কি এ ধরণের পরিকল্পনা আবার সামনে আসতে পারে? আমি শুনেছি যে বিভিন্ন জায়গা এবং পেন্টাগন থেকে এ ধরণের আওয়াজ আসছে যে চাঁদের পরিবেশ পর্যবেক্ষনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ বাহিনীর মিশনের দিকে নজর রয়েছে, বাওয়েন বলেন।

এর চেয়ে অদ্ভুত কোন চিন্তা যদি যুক্তরাষ্ট্রে স্থান না পায় তার মানে এই নয় তা চীনের মতো আরো দূরবর্তী কোন দেশ গিয়ে স্থান পাবে না। আমি অবাক হবো না যদি চীনের কোন একটি সম্প্রদায় এ ধরনের কোন চিন্তা বাস্তবায়ন করতে চায় কারণ তারা মনে করে যে চাঁদ ঠান্ডা এবং তারা সামরিক বাহিনীতে কাজ করে, বাওয়েন আরো বলেন।

প্রজেক্ট এ১১৯ এর বেশিরভাগ বর্ণনা এখনো রহস্য ঘেরা। এর অনেক অংশই ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে।

এর চরম শিক্ষা হচ্ছে, আসলে কোন গবেষণাপত্রকে আগে না পড়ে ঢালাওভাবে সেটির একটি যেনতেন আমলাতান্ত্রিক নাম দিয়ে অভিহিত করা উচিত নয়।

টুকরো খবর

তুর্কী প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান কি রবিবারের নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে পারবেন?

ইস্তাম্বুল (ওয়েবডেস্ক)ঃ রেচেপ তাইয়িপ এরদোয়ান যখন ক্ষমতায় আসেন সেসময় তিনি নারীদের প্রচুর সমর্থন পেয়েছিলেন। এখন সেই সমর্থনে ভাটা পড়েছে। রেচেপ তাইয়িপ এরদোয়ান যদি আবার জয়লাভ করেন, আমাদের সবার জীবন দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে উঠবো, বলেন ইস্তাম্বুলের এক শিক্ষার্থী, ২৩ বছর বয়সী পেরিত। তুরস্কের একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বোয়াজিচি ইউনিভার্সিটিতে একজন সরকারপন্থী ডিন নিয়োগের প্রতিবাদে বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার কারণে তাকে প্রায় দু'মাস জেলে থাকতে হয়েছিল। পেরিত এবং তার বন্ধু সুদ ও এমরু দেশটির ৫০ লাখ ফার্স্ট টাইম ভোটারের অন্যতম যারা রেচেপ তাইয়িপ এরদোয়ানকে ছাড়া আর কোনো তুর্কী নেতৃত্বকে তাদের দেশ চালাতে দেখেনি। এবারই তারা প্রথমবারের মতো ভোট দিচ্ছে। এমরুর অভিযোগ লাগামহীন মূল্যস্ফীতির কারণে তুরস্কে তাদের মতো তরুণদের জীবন ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়ছে। সরকারি হিসেবে বর্তমানে মূল্যস্ফীতির এই হার দাঁড়িয়েছে ৪৪ শতাংশ। দেশটির নাজুক এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য ব্যাপকভাবে দায়ী করা হয় প্রেসিডেন্টের এরদোয়ানের গৃহীত নীতিমালাকে। আপনার পক্ষে শুধু পড়ালেখা করে জীবন চালানো সম্ভব নয়, বেঁচে থাকতে হলে আপনাকে একটি পূর্ণকালীন চাকরিও জোগাড় করতে হবে, বলেন তিনি। তার বান্ধবী সুদও জানিয়েছেন যে রবিবারের পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি বিরোধী প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। আমি আমার আবেগ ও মতামত প্রকাশে নিরাপদ বোধ করছি না। কারণ যখনই এটা করি তখনই আমি আক্রমণের শিকার হই, বলেন তিনি। বোয়াজিচি ইউনিভার্সিটিতে প্রতিবাদ বিক্ষোভে যোগ দেওয়ার জন্য এবছরের শুরুর দিকে তাকেও ১২ মাসের স্থগিত কারাদণ্ড হয়েছে।

পেরিত বিশ্বাস করেন প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান ও তার দল একে পার্টির ২০ বছর ক্ষমতায় থাকার পর, এখন দেশটিতে পরিবর্তনের সময় এসেছে। লোকজনের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য কুড়ি বছর অনেক লম্বা সময়। এই সময়ে তারা গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সম্পর্কে একটা ধারণা অর্জন পেরেছে। এরদোয়ান যদি আবার জয়লাভ করেন তাহলে এটাই হয়তো আমাদের শেষ নির্বাচন হতে পারে, বলেন তিনি। প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের দুই দশকের শাসনামলে তুরস্ক ক্রমেই একটি কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সংসদীয় পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে এবারের নির্বাচনে প্রধান দুই প্রার্থীর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। বলা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে এই প্রথম সবচেয়ে কঠিন এক নির্বাচনী পরীক্ষার মুখে পড়তে যাচ্ছেন। তুর্কী প্রেসিডেন্টের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন বিরোধী জোটের প্রার্থী কেমাল কুলুচদারুলু। ছয়টি বিরোধী দল নিয়ে গঠিত জোট 'টেবিল এবং সিক্সের' প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনি। আরো কিছু সরকারবিরোধী গ্রুপও মি. কুলুচদারুলুর প্রতি সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছে। একারণেই ৭৪ বছর বয়সী সাবেক এই সরকারি কর্মকর্তা মি. এরদোয়ানের জন্য বড় ধরনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছেন। এবারের নির্বাচনে যারা ভোট দিচ্ছেন তাদের আট শতাংশ 'ফার্স্ট টাইম ভোটার' যারা প্রথমবারের মতো ভোট দিচ্ছেন। অনেকে মনে করেন তুরস্কে যেসব গ্রুপ এখনও মনস্থির করেন নি যে তারা কাকে ভোট দেবেন, তাদের মধ্যে এই গ্রুপটি সবচেয়ে বড়। তবে ২০ বছর বয়সী সালিহ কাকে ভোট দেবেন সেটা তার কাছে পরিষ্কার। বিবিসিকে তিনি বলেন, আমি মনে করি রেচেপ তাইয়িপ এরদোয়ান একজন ক্যারিশম্যাটিক নেতা। তুরস্কের রাজনীতিতে এধরনের ক্যারিশমা থাকা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিশ্বাস করেন মি. এরদোয়ান তার শাসনামলের বিভিন্ন অর্জনের ওপর ভিত্তি করে তুরস্কের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারবেন। এর আগে তুরস্কে জ্বালানির বিষয়ে অনেক সমস্যা ছিল এবং সামরিক কারণে দেশটিকে অন্যান্য দেশের ওপর নির্ভর করতে হতো। কিন্তু এখন আমরা নিজেরাই নিজেদের গাড়ি উৎপাদন করছি, ড্রোন ও বিমান তৈরি করছি। মি. এরদোয়ান আমাদের সব সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন, বলেন তিনি। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণায় সব প্রার্থী এবার তরুণ ভোটারদের মন জয় করার চেষ্টা করেছেন।

মি. এরদোয়ান জোর দিয়েছেন প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের অগ্রগতির ওপর, কিন্তু বিরোধী প্রার্থী মি. কুলুচদারুলু আরো বেশি স্বাধীনতা ও উন্নত কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু ২০ বছর বয়সী গিজেম মনে করেন প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানই তুরস্কে সবার স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছেন। আজকের তুরস্কে যে যা করতে পছন্দ করে সেটাই সে করতে পারে। কয়েক দশক আগে তার বিরোধীরাই লোকজনের স্বাধীনতা খর্ব করেছে। আমার মতো যেসব নারী হিজাব পরতো তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ ছিল না, বলেন তিনি। প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান তার শাসনামলে বড় ধরনের যেসব সংস্কার ঘটিয়েছেন তার একটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি চাকরিতে নারীর হিজাব পরার ওপর দীর্ঘদিনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া। আজকের দিনে এই দেশে যদি হিজাব পরিহিত কোনো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিম্বা শিক্ষক থাকেন, তাহলে সেটা সম্ভব হয়েছে মি. এরদোয়ানের জন্য। তিনিই এই স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি যদি এটা না করতেন তাহলে আজকেও ধর্মনিরপেক্ষতার নামে আমাদের এই স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত থাকতে হতো, বলেন তিনি। যেসব নারী সরকারি চাকরি করেন তাদের হিজাব পরার অধিকারের দাবিতে বিরোধী প্রার্থী মি. কুলুচদারুলু গত বছর পার্লামেন্টে একটি বিল উত্থাপন করেছিলেন। তখন মি. এরদোয়ান এই প্রস্তাবের ওপর গণভোট আয়োজনের প্রস্তাব দেন। এই বিষয়টির এখনও কোনো সমাধান হয়নি। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আরো দুজন প্রার্থী লড়ছেন ঃ মধ্যবামপন্থী ও জাতীয়তাবাদী মুহাররাম ইঞ্জে এবং ডানপন্থী জাতীয়তাবাদী সিনান ওয়ান। সাম্প্রতিক জনমত জরিপে দেখা গেছে তরুণ ভোটারদের কাছে এই দুজন প্রার্থীর আবেদন রয়েছে। একারণে প্রধান বিরোধী জোটের সমর্থকরা আশঙ্কা করছেন যে মি. কুলুচদারুলুর ভোট ভাগ হয়ে গেলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দ্বিতীয় দফার ভোটাভুটিতে গড়াতে পারে। কোনো প্রার্থী ভোটারদের ৫০ শতাংশের বেশি ভোট না পেলে দুই সপ্তাহ পর দ্বিতীয় রাউন্ডের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আর রবিবারের নির্বাচনে কেউ যদি অর্ধেকের বেশি ভোট পান তাহলে তিনিই সরাসরি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। এবারের নির্বাচনে নারী ভোটাররা কাকে ভোট দেবেন সেটাও জয় পরাজয় নির্ধারণে বড় ধরনের ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তুরস্কে মোট ভোটারের ৫০.৬ নারী। ধারণা করা হয় যে দেশটির রক্ষণশীল নারীরা দুই দশক আগে মি. এরদোয়ানকে ভোট দিয়েছিলেন, যে কারণে তিনি ক্ষমতায় আসতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেই সমর্থন এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে।

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

বিএনপির বয়কটে কেমন হতে যাচ্ছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি সিটি করপোরেশনে এমন একটি সময়ে নির্বাচন হতে যাচ্ছে যখন দেশটি সংসদ নির্বাচনকালীন সরকার পদ্ধতি নিয়ে পাল্টাপাল্টি কঠোর অবস্থানে আছে বিরোধী দল বিএনপি এবং ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ। আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে দেশের ৫টি সিটি করপোরেশনের নির্বাচন রাজনীতিতে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে বলেই মনে করেন অনেকে। যদিও বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল সিটি নির্বাচনও বয়কটের ঘোষণা দিয়েছে। তফসিল অনুযায়ী দেশের ৫টি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে ২৫শে মে ভোট হবে গাজীপুরে। এরপর ১২ই জুন খুলনা ও বরিশাল এবং ২১ শে জুন সিলেট ও রাজশাহী সিটিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গাজীপুরে অনুষ্ঠিতব্য সিটি নির্বাচনে মেয়র পদে কোনো প্রার্থীও দেয়নি বিএনপি। তবে বিএনপির বেশ কয়েকজন স্থানীয় নেতা কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সিটি নির্বাচনে প্রতীক বরাদ্দ ও প্রার্থী চূড়ান্ত হওয়ার পর সেখানে এখন নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হয়েছে। এ অবস্থায় বিএনপি আসন্ন সিটি নির্বাচনগুলিকেও একতরফা নির্বাচন হিসেবে দেখছে। তবে যেহেতু বিএনপির স্থানীয় নেতারা কাউন্সিলর পদে নির্বাচন করছেন, তাই আওয়ামী লীগ মনে করছে নির্বাচন 'অংশগ্রহণমূলক' হচ্ছে।

কর্নাটকে বিধানসভা ভোটে বিজেপির হার, নাটকীয় জয়ের পথে কংগ্রেস

বেঙ্গালুরু (এজেন্সী) ঃ কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন বিজেপিকে বড় ব্যবধানে হারাতে চলেছে কংগ্রেস। ভারতীয় সময় বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত পাওয়া ফলাফলে কংগ্রেস জিতেছে ১১১টি আসনে এবং তারা এগিয়ে রয়েছে ২৫টি আসনে। বিজেপি জয়ী হয়েছে ৫০টিতে, এগিয়ে ১৪টিতে। গণনা এখনও চলছে।

কর্নাটকের ২২৪ আসনের বিধানসভায় 'ম্যাজিক ফিগার' হচ্ছে ১১৩টি আসন, যা কংগ্রেস ছুঁয়ে ফেলা নিশ্চিত করে ভোট গণনা শুরু হওয়ার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই।

বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাই ইতোমধ্যেই পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিজেপির নেতা-কর্মীরা অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমরা দাগ কাটতে পারি নি, কংগ্রেস পেরেছে।

বিশদ ফলাফল এলে আমরা পর্যালোচনা করব। এই ফলাফল থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা যাতে লোকসভা নির্বাচনে ফিরে আসতে পারি, সেই চেষ্টা করব - বলেন তিনি।

মি. বোম্মাই শিগগাও কেন্দ্রে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী, কংগ্রেসের ইয়াসির আহমেদ খান পাঠানের থেকে ২৬ হাজারেরও বেশি ভোটে এগিয়ে আছেন।

অন্যদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডিকে শিবকুমার কনকপুরা আসনে ১২ রাউন্ড গণনার শেষে ৭০ হাজারেরও বেশি ভোট পেয়েছেন, আর বিজেপির প্রার্থী, প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী আর অশোকা পেয়েছেন প্রায় ১১ হাজার ভোট।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন শনিবার।

তার কথায়, সনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আর দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গেকে আমি কথা দিয়েছিলাম যে রাজ্যটা তাদের উৎসর্গ করব। এই জয়ের জন্য কৃতিত্ব দলের কর্মী আর নেতাদেরই প্রাপ্য।

তাকে যখন কেন্দ্রীয় এজেন্সি অর্থ পাচারের মামলায় গ্রেপ্তার করে ৫০ দিন জেলে রেখেছিল, সেই সময়ে কারাগারে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সনিয়া গান্ধী, সেই ঘটনাও আজ সাংবাদিকদের সামনে উল্লেখ করেন মি. শিবকুমার।

যেসব আসনগুলিতে কংগ্রেস, বিজেপি এবং রাজ্যভিত্তিক দল জনতা দল (সেকুলার)-এর বড় নেতারা প্রার্থী হয়েছিলেন, তার মধ্যে আরও রয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস নেতা মি. সিদ্দারামাইয়ার ভরুণা আসন, জনতা দল (সেকুলার) এর প্রধান ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবেগৌড়ার পুত্র এইচডি কুমারস্বামীর ছন্নাপাটনা আসন এবং নির্বাচনের ঠিক আগে বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া নেতা জগদীশ শেট্টারের হুবলী-ধারওয়াড় কেন্দ্রগুলি।

ভরুণা আসনে কংগ্রেস নেতা মি. সিদ্দারামাইয়া দশম রাউন্ডের গণনা শেষে বিজেপি প্রার্থীর থেকে প্রায় ২৬ হাজার ভোটে এগিয়ে আছেন।

হুবলী-ধারওয়াড় সেন্ট্রাল আসনে জগদীশ শেট্টার বিজেপি প্রার্থীর থেকে ৩৫ হাজার ভোটে পিছিয়ে আছেন।

ছন্নাপাটনা কেন্দ্রে এইচডি কুমারস্বামীর সঙ্গে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির সিপি যোগেশ্বরের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে ভারতীয় সময় বেলা দেড়টা পর্যন্ত।

গত ১০ই মে ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পরে একাধিক 'বুথফেরত সমীক্ষায়' পূর্বাভাস মিলেছিল যে ক্ষমতায় আসতে চলেছে কংগ্রেস।

কয়েকটি সমীক্ষা বলেছিল ত্রিশঙ্কু বিধানসভা হবে, যে ক্ষেত্রে সরকার গড়তে জনতা দল (সেকুলার)-এর সহায়তা নিতে হতে পারে কংগ্রেস বা বিজেপিকে। একটি মাত্র সমীক্ষা বিজেপি সরকার গড়তে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছিল।

তবে এখনও পর্যন্ত যা ফলাফল দেখা যাচ্ছে, তাতে কংগ্রেস একার জোরেই সরকার গড়তে পারবে, জনতা দল (সেকুলার)-এর সহায়তার কোনও প্রয়োজনই হবে না বলে মনে করছেন বেঙ্গালুরুতে বিবিসির সহযোগী সংবাদদাতা ইমরান কুরেশি।

জয়ের দিকে এগোতেই বেঙ্গালুরুতে প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তর আর দিল্লির সদর দপ্তরে শুরু হয়ে গেছে উৎসব। চলছে বাজি পটকা ফাটানো, মিষ্টি বিতরণ। দলীয় কর্মীরা উচ্ছ্বাসে মেতে উঠে মিষ্টি বিতরণ করছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডিকে শিবকুমারের বাড়ির সামনেও।

দিল্লির সদর দপ্তরের সামনে সনিয়া গান্ধী-রাহুল গান্ধীর ছবি নিয়ে উৎসব যেমন হচ্ছে, তেমনই 'কর্ণাটক বিজয়' লেখা একটা হোর্ডিংও লাগানো হয়েছে।

তবে কংগ্রেস আশঙ্কা করছে যে বিধায়ক কেনাবেচায় নামতে পারে বিজেপি। এই আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস নেতা কমল নাথ।

তিনি বলেছেন, অন্যান্য দলের বিধায়ক বা নির্দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে একটা চুক্তি করার চেষ্টা করতে পারে বিজেপি, তাদের কেনার চেষ্টা করতে পারে। তারা এটাই সবসময়ে করে থাকে।

দলীয় বিধায়কদের যাতে কেউ অর্থের টোপ না দিতে পারে, সেজন্য গণনা শুরুর আগেই কংগ্রেস বিধায়কদের এক জায়গায় রাখার জন্য বেঙ্গালুরুর কাছে একটা সাত তারা রিসর্ট বুক করে রেখেছে। কংগ্রেসের এই আশঙ্কার ভিত্তি বছর চারেক আগের 'অপারেশন কমল' নামে পরিচিত কংগ্রেস ও জনতা দল (সেকুলার)-এর সরকার ফেলে দিয়ে নিজেদের সরকার গঠনের এক সফল কর্মকাণ্ড।

২০১৮ সালের ভোটে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়েছিল বিজেপিই। তাদের আসন ছিল ১০৪টি, কংগ্রেস পেয়েছিল ৮০টি আর জনতা দল (সেকুলার) পেয়েছিল ৩৭ টি আসন। প্রথমে বিজেপি সরকার গড়েছিল, কিন্তু আস্থা ভোটে তারা হেরে যায়, যৌথভাবে সরকার গড়ে কংগ্রেস এবং জনতা দল (সেকুলার)। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন জনতা দলের এইচডি দেবেগৌড়া।

১৪ মাস পরে ক্ষমতাসীন দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন ১৭ জন বিধায়ক, যার ফলে বিজেপি আবারও সরকার গড়তে সক্ষম হয়।

কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি বলে থাকে ওই ১৭জনকে বিপুল অর্থের বিনিময়ে দল ভাঙ্গিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বিজেপি।

ওই ঘটনাকেই 'অপারেশন কমল' বলা হয়ে থাকে।

আগামী বছরই ভারতে হবে লোকসভা নির্বাচন, তার আগে বিজেপি এবং কংগ্রেস - দুই দলের কাছেই কর্নাটক ছিল 'প্রেস্টিজ ফাইট'।

এই ভোটের ফলাফল থেকে দুই দলই ভোটারদের মন বোঝার চেষ্টা করবে, এটাই স্বাভাবিক ছিল, তাই নির্বাচনী প্রচারে পূর্ণ শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়েছিল কংগ্রেস আর বিজেপি।

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের নিজের রাজ্য কর্নাটক। বিজেপি প্রচার পর্বের গোড়ার দিকে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলো নিয়েই প্রচার চালাচ্ছিল, কিন্তু শেষের দিকে তারা তাদের পরিচিত এজেন্ডা, ধর্মকে সামনে নিয়ে আসে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, বিজেপির হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল কংগ্রেসই। তারা তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে লিখেছিল যে ক্ষমতায় এলে কংগ্রেসের সরকার রাজ্যে কট্টর হিন্দুত্ববাদী বজরং দল এবং কট্টর ইসলামি সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া - দুটিকেই নিষিদ্ধ করবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি আসরে নেমে পড়ে এই বলে যে কংগ্রেস 'বজরংবলী', অর্থাৎ হিন্দুদের কাছে আরাধ্য ভগবান হনুমানের জয়ধ্বনি দেয় যে বজরং দল, তাদের নিষিদ্ধ করার কথা বলছে।

অন্যদিকে প্রথম থেকেই কংগ্রেসের প্রচারের মূল অস্ত্র ছিল বিজেপি সরকারের আমলে ব্যাপক দুর্নীতির প্রশ্নটি।

বিজেপির হয়ে প্রচারের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই। অন্যদিকে বহুদিন বাদে ভোটের প্রচারে নেমেছিলেন সনিয়া গান্ধীও। রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও বারেবারে কর্নাটকে প্রচার চালিয়েছেন।

ভোটের অনেক আগে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রাও কর্নাটকের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছিল।

দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত, বাতাসের গতি ১৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণিঝড় মোখা ক্রমশ উপকূলের দিকে এগিয়ে আসতে থাকায় এবং এর তীব্রতা বাড়তে থাকায় কক্সবাজারে দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক শনিবার দুপুর ২টায় এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র রবিবার বিকালে টেকনাফ এবং সেন্ট মার্টিনের আশপাশ দিয়ে অতিক্রম করার সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্য কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত জারি করা হয়েছে।

এর আগে সকালে সচিবালয়ে ঘূর্ণিঝড় মোখা নিয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা শেষে দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত জারির কথা জানান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মো. এনামুর রহমান।

আট থেকে ১০ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ের সংকেতকে মহাবিপদ সংকেত বলা হয়ে থাকে।

এই সতর্ক সংকেতের মানে হল বন্দর প্রচণ্ড বা সর্বোচ্চ তীব্রতর এক সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়বে। বাতাসের গতিবেগ ১৭০ থেকে ১৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক মোহাম্মদ আজিজুর রহমান।

তিনি জানান, ঘূর্ণিঝড় 'মোখা' এখন ঘণ্টায় আট থেকে ১০ কিলোমিটার গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। সেই হিসাবে রবিবার বিকাল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত করার সম্ভাবনা রয়েছে।

এর আগে আবহাওয়া অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ঝড়টি আঘাত করতে পারে।

সেই সময় উপকূলীয় এলাকায় আট থেকে ১২ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি জানান। সেই সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোয় ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

মি. রহমান আরও বলেন, ঘূণিঝড়টি উপকূলের যতো কাছাকাছি আসতে থাকবে, সেটির অগ্রসর হওয়ার গতি আরও বাড়তে থাকবে। তখন সেটি ঘণ্টায় ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিতে এগোতে পারে।

''ঘূর্ণিঝড় যখন উপকূলের কাছাকাছি আসে, তখন সেটির অগ্রসর হওয়ার গতি বেড়ে যায়,'' তিনি বলছেন। বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়টি এখন যে গতিতে অগ্রসর হচ্ছে, সেটি পর্যালোচনা করে আবহাওয়া বিভাগ সকালে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করে।

আবহাওয়াবিদ আজিজুর রহমান বলেছেন, ''ঘূর্ণিঝড়টির কেন্দ্রের পরিধি প্রায় ৭৪ কিলোমিটার। ফলে সেটি যদি সেন্টমার্টিন্স দ্বীপ বা টেকনাফের দক্ষিণ দিক থেকেও অতিক্রম করে, তার প্রভাব ওই সেন্টমার্টিন'স, টেকনাফ এবং কক্সবাজার এলাকায় পড়বে।''

আবহাওয়াবিদরা বলছেন, শনিবার রাত থেকে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগের উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের অগ্রভাগের প্রভাব পড়তে শুরু করবে।

সাধারণত ঘূর্ণিঝড় আঘাত করার কমপক্ষে ১০ ঘণ্টা আগে মহাবিপদ সংকেত জারি করা হয়ে থাকে।

অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'মোখা' শনিবার দুপুর ১২ট নাগাদ কক্সবাজার বন্দর থেকে ৬৩০ কিলোমিটার, চট্টগ্রাম সমুন্দ্র বন্দর থেকে ৭০৫ কিলোমিটার এবং মোংলা সমুন্দ্র বন্দর থেকে ৬৯৫ কিলোমিটার এবং পায়রা সমুদ্র বন্দর ৬৪৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে।

আবহাওয়া বিভাগ বলছে, ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৭৪ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৬০ কিলোমিটার থেকে ১৭৫ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের আশপাশে সাগর খুবই বিক্ষুব্ধ রয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ের কারণে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের উপকূলীয় এলাকায় স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে আট থেকে বারো ফুট বেশি উচ্চতায় জলোচ্ছ্বাস হতে পারে।

এছাড়া ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, চাঁদপুর ও ভোলার উপকূলীয় এলাকায় স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে পাঁচ থেকে আট ফুট বেশি উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস হতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। যার প্রভাবে কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকার কোথাও কোথাও ভূমিধ্বস হতে পারে।

এরই মধ্যে ঘূর্ণিঝড় 'মোখা'র প্রভাবে সকাল থেকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এলাকায় গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে বলে সেখান থেকে জানান বিবিসি বাংলার সংবাদদাতা শাহনেওয়াজ রকি।

তিনি বলেন, খুব একটা ঝড়ো বাতাস নেই। শহরাঞ্চলে জীবনযাত্রা এখনো পর্যন্ত স্বাভাবিক লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

তবে বিভিন্ন দ্বীপ ও উপকূলীয় এলাকায় জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করছে। সেন্ট মার্টিন থেকে গতকাল পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ নিজেদের উদ্যোগেই টেকনাফে আত্মীয়দের বাড়িতে চলে এসেছে বলে জানান সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দা মোহাম্মদ আজিজ। কিন্তু আজ আর কেউ আসতে পারছেন না। কারণ ছোট বোট ও ট্রলার চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মি. আজিজ বলছিলেন অনেকে এখন সরকারি উদ্যোগের আশায় আছেন। যদি তাদের নৌবাহিনীর সহায়তায় সরিয়ে আনা হয় সেন্ট মার্টিন থেকে।

তবে কক্সবাজার জেলা প্রশাসক শাহীন ইমরান জানান ওখানে সকলেই আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করবে। সেন্ট মার্টিনে যেসমস্ত সরকারি স্থাপনা যেগুলো শক্ত, মজবুত, দু-তলা, তিনতলা এরকম ৩৭টা স্থাপনা আমরা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করছি। ওখানে ৭ হাজার মানুষ আশ্রয় নিতে পারবে।বলেন মি. ইমরান।

তবে বেশি আতঙ্ক মহেশখালীর দিকে। ওখানকার স্থানীয় সাংবাদিক বশির উল্লাহ জানান মহেশখালিতে ৮টি জায়গায় বেড়িবাধ ভাঙা, সেদিক দিয়ে জলোচ্ছাসে পানি ঢুকে পড়ার শঙ্কায় আছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এদিকে গতকাল থেকেই মাইকিং করে জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে আসার যে আহবান জানাচ্ছিল প্রশাসন সেটি আজ সকাল থেকে আরো জোরদার করা হয়েছে বলে জানান কক্সবাজার জেলা প্রশাসক শাহীন ইমরান।

তাদের লক্ষ্য সন্ধ্যার আগেই যারা ঝুঁকিপূর্ণ তাদের সবাইকে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসার।

আশঙ্কা তো আছেই, ভূমিধ্বস হওয়ার, জলোচ্ছ্বাসের। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে যারা ভালনারাবল তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসা। সে কাজটি আমরা করে যাচ্ছি। আমরা দুপুরের মধ্যেই সবাইকে বলছি আশ্রয়কেন্দ্রে চলে আসার জন্য, কিন্তু সন্ধ্যার পর যাতে কোনভাবেই কেউ কোন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় না থাকে সেটা আমরা নিশ্চিত করতে চাই।

জেলা প্রশাসক জানান মোট ৫৭৬টি সাইক্লোন শেল্টার প্রস্তুত আছে, যেখানে ৫ লাখের উপর মানুষ আশ্রয় নিতে পারবে। এর বাইরে স্কুল, কলেজ ও কয়েকটি হোটেল-মোটেল আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

সেন্ট মার্টিনে বড় জলোচ্ছ্বাসের আশংকা, দলে দলে মানুষ নিরাগদ আশ্রয়ে ছুটছে

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, ঘূর্ণিঝড় মোখা বাংলাদেশ আঘাত করতে যাচ্ছে -এটি এখন মোটামুটি নিশ্চিত। এজন্য স্থানীয় হুশিয়ারি সংকেত দুই নম্বর থেকে চার নম্বরে উন্নীত করা হয়েছে। আবহাওয়াবিদ মনোয়ার হোসেন বলেন, ঘূর্ণিঝড়টি বাংলাদেশের ওপর দিয়ে যাবে, তাই চার নম্বর হুঁশিয়ারি সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। এর ফলে কোন এলাকাগুলোতে বেশি প্রভাব পড়বে, তা আরো পরে জানা যাবে। ঘূর্ণিঝড় মোখা রবিবার দুপুর নাগাদ যখন বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত করবে, তখন সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ার কথা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে বঙ্গোপসাগরের ওপর অবস্থিত সেন্ট মার্টিন দ্বীপে। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে যে ঘূর্ণিঝড়টি উপকূলীয় অঞ্চলের কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় ৫ থেকে ৭ ফুট উঁচু ঢেউ আঘাত করতে পারে।

সেন্ট মার্টিনে এই ঢেউয়ের উচ্চতা আরেকটু বেশি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ সমরেন্দ্র কর্মকার বলেন, উপকূলীয় এলাকায় ৫ থেকে ৭ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস হতে পারে বলে ধারণা দেয়া হয়েছে। সেন্ট মার্টিনের ক্ষেত্রে এই ঢেউয়ের উচ্চতা হয়তো আরেকটু বেশি হতে পারে। আবহাওয়া অধিদপ্তর অবশ্য বলছে জলোচ্ছ্বাসের প্রকৃত উচ্চতা কতটা হবে তা ঘূর্ণিঝড় আঘাত করার ২৪ ঘণ্টা আগে জানানো সম্ভব হবে। সেন্ট মার্টিনে বসবাস করা মানুষ এবং সেখানকার বিভিন্ন ধরণের স্থাপনার বড় ধরণের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। সেই আশঙ্কায় দ্বীপটির অনেকেই দ্বীপ ছেড়ে টেকনাফে চলে যাচ্ছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। সেন্ট মার্টিনের একজন বাসিন্দা এবং ইউনিয়ন পরিষদের একজন প্যানেল চেয়ারম্যান আখতার কামাল জানান দুইদিনই সেন্ট মার্টিন থেকে প্রায় দুই হাজার মানুষ টেকনাফে চলে গেছেন। আখতার কামাল বলছিলেন, সেন্ট মার্টিনে সাইক্লোন সেন্টার খুবই কম। তাই অনেকেই কালকে আর আজকে টেকনাফে চলে গেছে। যারা গেছেন তারা দামী জিনিসপত্র, স্বর্ণালঙ্কার, গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র নিয়ে গেছেন। এছাড়া ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্র এখানেই রেখে গেছেন। মি. কামাল জানান শুক্রবার দুপুরের আগেই সেন্ট মার্টিন্সের সব মাছ ধরা ট্রলার ও যাত্রী চলাচলের জন্য ব্যবহৃত নৌকা টেকনাফে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় মোখাকে এরই মধ্যে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় হিসেবে ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর।